সহজ ভাষায়
বাংলাদেশের সংবিধান

আরিফ খান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান' বইতে আরিফ খান সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্যে চলতি রীতির বাংলায় আমাদের সংবিধানকে রূপান্তরিত করেছেন। চল্লিশ বছর আগে যখন বাংলাদেশের সংবিধানের মূল বাংলা ভাষ্যের কাজ করেছিলাম তখনকার পরিস্থিতি ও প্রচলন বিচার করে আমরা ব্যবহার করেছিলাম সাধুভাষা। তারপর চলতি রীতির ব্যবহার অনেক ব্যাপক হয়েছে। যেসব সংবাদপত্র তখন সাধুরীতির বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে, এখন তাঁদের বাহন হয়েছে কথ্যরীতি। সুতরাং সংবিধানের সর্বশেষ রূপের যে-সহজ ভাষ্য তিনি তৈরি করেছেন, তা সময়োপযোগী হয়েছে। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই।

আনিসুজ্জামান
এমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুখের বিষয়, আইনবিদ আরিফ খান তার *'সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান'* প্রস্তুত করেছেন বাংলা ভাষার চলিত রূপে। তার এ প্রচেষ্টা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা ও গর্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়েছে দুই ভাষায়– সাধু বাংলা ও ইংরেজি। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানকে সাধারণের ভাষায় পরিবেশন করেছেন, যেন রাষ্ট্রের জাতীয় এই দলিলটি সবাই সহজে ব্যবহার করতে পারেন। এ লক্ষ্যে তিনি আরও চেষ্টা করেছেন এর ভাষা আইনী শৈলী থেকে বের করে এনে সাধারণ সরল ভাষায় প্রকাশ করার জন্য। তার এ চেষ্টা খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে আমি মনে করি। যেসব পাঠক আইনি ভাষার প্রতি অস্বস্তি বোধ করেন এখন তাঁরা আরিফ খানের সংস্করণটি সানন্দে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।

প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম
প্রধান সম্পাদক, *বাংলাপিডিয়া*

চলিত রীতিতে রূপান্তরিত সংবিধান আমজনতার সামনে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা বিরল। [সংবিধানকে] কথ্য ভাষায় উপস্থাপনের এই উদ্যোগটি একটি নাগরিক শরিকানা। এই সাধারণতন্ত্রের (রিপাবলিক) মালিক জনগণ। এই মালিক পক্ষের কোনো ক্ষুদ্র অংশও যদি সংবিধানের এই কথ্য ভাষ্য পাঠে কিছুটা হলেও বেশি উপকৃত হন, তাহলে এই প্রকাশনাকে সার্থক বলে ভাবা যেতে পারে।

মিজানুর রহমান খান
যুগ্ম সম্পাদক, *প্রথম আলো*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সহজ ভাষায়

বাংলাদেশের সংবিধান

২০১৮ সালের সপ্তদশ সংশোধনীসহ

আরিফ খান

কথাপ্রকাশ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান

চতুর্থ সংস্করণ, তেরতম মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৯
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২
গ্রন্থস্বত্ব : আরিফ খান
প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
কথাপ্রকাশ
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭৬৬৫৯০৪০৪
Email : kathaprokash@gmail.com
বাংলাবাজার শাখা
কথাপ্রকাশ, ৩৭/১ বাংলাবাজার, পি. কে. রায় রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭০৬৮৯৩২১০, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬
শাহবাগ শাখা
কথাপ্রকাশ, ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০, ফোন ৯৬৩৫০৮৭
কলকাতা শাখা
কথাপ্রকাশ, বিদ্যাসাগর টাওয়ার, দোকান নং এ-১৪ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন ০৩৩২২৪১০৪০০ (+৯১৩৩২২৪১০৪০০)
মুদ্রক
সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন ৫৭৩৯৭০৮১, ০১৭২৬৪৬২৫৩৩
মূল্য : ১৭৫.০০
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

The Constitution of Bangladesh in Plain Language by Arif Khan
Published by Jashim Uddin
Kathaprokash, 37/1 Banglabazar, Dhaka 1100, Ph. 9581942, 01706893210
Forth Edition, Thirteen Print : January 2019, First Published : February 2012
Price : Tk. 175.00
Email : kathaprokash@gmail.com, Web : www.kathaprokash.com

ISBN : 984 70120 0254 4

ঘরে বসে কথাপ্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/kathaprokash

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উৎসর্গ

আবুল মনসুর আহমদ

(১৮৯৮-১৯৭৯)

গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশের সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার অনেক আগে থেকেই যিনি এর ভাষা সহজ ও সাধারণ নাগরিকদের বোধগম্য রাখার দাবিতে সোচ্চার ছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রসঙ্গ : চতুর্থ সংস্করণ

'সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ হচ্ছে এ নিশ্চয় আনন্দের সংবাদ। এক্ষেত্রে যারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তারা হলেন এই বইয়ের পাঠক। পাঠকদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করছি। অনেকেই ইমেইল ও মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন, তারা বই সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন, সকলের প্রতি সবিশেষ ধন্যবাদজ্ঞাপন করছি। এছাড়া সব ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিশেষত বিসিএস, সরকারি ও বেসরকারি চাকরি পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার্থীদের কাছে বইটি উপকারী জেনে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছি।

আইনের ভাষার দুর্বোধ্যতার কারণে সাধারণ পাঠকরা এবিষয়টি থেকে দূরে থাকতে চান। সংবিধানও একটি আইনি দলিল। এই জনগোষ্ঠী কেমন রাষ্ট্র চায় সেই রাষ্ট্র বিষয়ে তাদের সুদীর্ঘ সময়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে এই সংবিধানে। তাই, সংবিধান আপামর জনসাধারণের কাছে বোধগম্য তুলে ধরাও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিউদ্যোগও অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করি। তাই, 'সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান'-এর এই সংস্করণ সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয়। উল্লেখ্য, এই সংস্করণে ২০১৮ সালের সপ্তদশসহ সর্বশেষ সংশোধনী যুক্ত করা হয়েছে।

একটি নাগরিক দলিল হিসেবে সংবিধানকে নিয়ে যেভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পেরেছি সে তুলনায় আপামর জনসাধারণের সঙ্গে এখনও এই দলিলের পরিচয় ঘটেনি। 'সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান' প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সংবিধানকে সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া। আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা জনসাধারণের মধ্যে নাগরিক-অধিকার ও তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে সাহায্য করবে।

পাঠকের কাছে আমার প্রত্যাশা হলো এই সুমহান দলিলটিকে জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য আপনাদের ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ও শিক্ষকদেরকে বইটি উপহার দিন।

আরিফ খান

arifkhanmiron@yahoo.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই বইয়ের গত সংস্করণ প্রকাশ হওয়ার পর সংবিধানে একটিই মাত্র গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। তা হলো ২০১৪ সালে ৯৬ নম্বর অনুচ্ছেদের সংশোধন। একে খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বলতে হবে। এ নিয়ে গত পাঁচ বছরে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সংশোধনী আনা হয়েছে। একটি হলো ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনী এবং দ্বিতীয়টি হলো ২০১৪ সালের ষোড়শ সংশোধনী। এই বইয়ে সর্বশেষ সংশোধনীসহ সবগুলো সংশোধনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাজারে এখনো পর্যন্ত সবগুলো সংশোধনীসহ আর কোনো সংবিধানের কপি আসেনি। তাই এই সংস্করণটিকে পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বলা যায়। এই সংস্করণে সংবিধানের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তফসিলসহ মোট সাতটি তফসিলকেই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সংবিধানই রয়েছে এই বইয়ে, কোনোকিছু বাদ দেয়া হয়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আগের সংস্করণে প্রদত্ত সংবিধানের সবগুলো অনুচ্ছেদের বর্ণানুক্রমিক সূচি বা নির্ঘণ্ট বা ইনডেক্সটিও এই বইয়ে আছে। এখন ইচ্ছে করলেই সংবিধানের যে-কোনো অনুচ্ছেদকে দ্রুততম সময়ে এই নির্ঘণ্ট দেখে খুঁজে বের করা যাবে। ফলে, এই সংস্করণটি আগের চেয়ে সমৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে এতে সন্দেহ নেই। আগের সংস্করণের ভুল-ত্রুটি যা চোখে পড়েছে সেগুলো ঠিক করে দেয়া হয়েছে। পড়ে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে এমন কয়েকটি জায়গা আরো সহজ করা হয়েছে।

পাঠক নিশ্চয় অবগত আছেন যে, ১৯৭৫ সাল থেকে সংশোধনীর নামে একের পর এক সংবিধানের শরীরে অনেকগুলো বিকলাঙ্গ অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের পর সে সব অপচর্চা বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু সংবিধানের গায়ে রয়ে গিয়েছিল অসংখ্য কলঙ্কের চিহ্ন। তাই ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনী আমাদের সংবিধানের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। এই সংশোধনী দ্বারা অনেক কলঙ্ক বিতাড়িত করে সংবিধানকে অনেকটাই তার আদি ও স্বাভাবিক অবয়বে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ষোড়শ সংশোধনী এই স্বাভাবিক অবয়ব অর্জনের পথে আরেকটি অগ্রগতিমূলক ধাপ।

ষোড়শ সংশোধনীর মূল বিষয় বিচারপতিদের অভিশংসন ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের হাতে না রেখে জাতীয় সংসদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। বাহাত্তরের সংবিধানে তা-ই ছিল। এই সংশোধনীর সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবিধান বিষয়ক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনেক অনভিপ্রেত আলোচনা হয়েছে। জাতীয় সংসদের কাছে বিচারপতিদের অভিশংসন ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়াকে কেউ কেউ আমাদের দেশের দুর্বল ও অনুন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে অনুপযুক্ত বলে মনে করেছেন। এই মত পোষণকারীদের আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া চলে না। তবে মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উন্নত ও মানসম্মত চর্চা যদি আমরা শুরু না করি তাহলে কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক উন্নয়ন ও রাষ্ট্রগঠন সম্ভব নয়। জাতীয় সংসদ হলো প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সংসদ গঠিত। আমরা যদি রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়টি দিয়ে মহান সংসদের ওপর আস্থা না রাখতে পারি, তাহলে তা কোনোভাবেই যথাযথ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রচর্চার নমুনা হতে পারে না। পঞ্চদশ ও ষোড়শ এই দুটি সংশোধনীর মাধ্যমে আমাদের সংবিধান প্রায় বাহাত্তরের আদি রূপ ফিরে পেয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি সুখবর। তবে এখনো যে সংবিধানে কোনো বৈপরীত্য নেই তা বলা যাবে না। তবে সে জন্য মনে হয় না আমাদের কোনো বিপ্লবের প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যে-স্বপ্ন আমরা দেখি সেটি কোনো সুনির্দিষ্ট স্তর নয় যে তা কোনো একদিন অর্জন করলে আমাদের দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। বরং এটি একটি প্রক্রিয়া, যে-জন্য আমাদের নিরন্তর প্রয়াস জারি রাখতে হবে (আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনার তৃতীয় প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য)।

এত অল্প সময়ে এই বইয়ের এতগুলো সংস্করণের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে এই বইয়েরই নিজস্ব গুণ। এই বইয়ের বিষয়বস্তু দ্বারা আমি নিজেও গুণান্বিত। এর গুণের সঙ্গে ন্যূনতম কোনো গুণযোগের না সামর্থ্য না ক্ষমতা আমার রয়েছে। আমি ২০১১ সাল থেকে প্রতিমাসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় একটি করে বিনামূল্যে সংবিধানের পরিচিতিমূলক পাবলিক লেকচার দিয়ে আসছি। ২০১৫ সালের ১০ এপ্রিল (স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন দিবসে) ধানমন্ডিতে অবস্থিত তাজউদ্দীন আহমদ পাঠচক্রে আমি সংবিধান বিষয়ক ৩৮তম একক বক্তৃতা প্রদান করেছি। এসব বক্তৃতার কারণে বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা সংবিধান সম্বন্ধে যা ভাবেন তাদের সে সব ভাবনার সঙ্গে আমার পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদের নানা ধরনের প্রশ্ন, মতামত ও ভাবনা-চিন্তা দ্বারা এই বই সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। এসব সিরিজ বক্তৃতার প্রায় প্রতিটিতে একটি বিষয়ে আমি সবসময় ভয়ানকভাবে অসহায় ও অতৃপ্তিবোধ করেছি। সেটি হলো, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনারই যে প্রত্যক্ষ ও সার্থক সফল রূপায়ণ হলো একটি লিখিত সংবিধান—অনেকের মধ্যে এই অনুভূতির অভাব লক্ষ করেছি। শুধু অভাব থাকলে মন্দ হতো না, কারণ আমার বক্তৃতার উদ্দেশ্য হলো সংবিধান বিষয়ে ভাব ও বোধের অভাব দূর করা। কিন্তু সমস্যাটি আরো প্রকট ও গভীর। অতীতে সংবিধানের চেতনাবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকার কারণে তারা জনগণের, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের, মননের গভীরে এমন এক ধরনের অশুভ বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করতে সক্ষম হয়েছে যে, এখন তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মহিমান্বিত লিখিত রূপই যে আমাদের সংবিধান, সে কথা বুঝাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। তবে, এই দুরবস্থা বেশিদিন থাকবে না। সংবিধানই আমাদের অন্তিম রাজনৈতিক নিয়তি। এই বাংলাদেশকে যদি যে-কোনো অর্থে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, তাহলে এই সংবিধানকে অবলম্বন করেই দাঁড়াতে হবে। এই সংবিধানকে কোনোভাবে এড়িয়ে চলা অর্থ আমাদের নিশ্চিত পরাজয়। এ আমার আবেগের কোনো কথা নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। কেননা, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পুরো দার্শনিক ভিত্তিটি দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সংবিধানের চেতনার ওপর। এই সংবিধানের পতন মানে হবে আমাদের সম্মিলিত মহাপতন। তাই জয় সংবিধান, জয় বাংলাদেশ!

সংবিধানের এই সহজ ভাষ্য প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যই ছিল শত ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত এই নাগরিক-দলিলকে জনগণের মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসা। পাঠকগণ আমার এই আকুতির প্রতি সাড়া দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। সেজন্য আমি সকলের কাছে ঋণী। আগামী সংস্করণে আরো কিছু অনুচ্ছেদকে আরো সহজীকরণের পরিকল্পনা আমার রয়েছে। তবে অতীতের মতো এখনো আমার মনে হয় সহজ করা মোটেও সহজ কাজ নয়। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) তাঁর বিখ্যাত 'বোধ' কবিতায় যথার্থই বলেছেন,

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে!
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো! তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে!

আরিফ খান
অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর কনস্টিটিউশনাল স্টাডিজ (বিক্স্)
arifkhanmiron@yahoo.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্বিতীয় সংস্করণের কৈফিয়ত
কেন সংবিধানে নাগরিক-ভাষ্য থাকা আবশ্যক

১৩৭৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের ১৮ তারিখ মোতাবেক ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের ৪ তারিখে গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান গৃহীত হয়। বাংলা ও ইংরেজি এই দুই ভাষায় সংবিধানের দুটি নির্ভরযোগ্য পাঠ তখন থেকে চালু আছে। সংবিধানের বাংলা পাঠটি সাধুরীতিতে লিখিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি সংবিধানের সাধুরীতিতে লেখা মূলপাঠটির পক্ষে। বাংলা লেখ্য ভাষার সাধুরীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রতি আমারও পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেন, "...সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।[১]" আদালতে ও অ্যাকাডেমিক চর্চার বেলায় বিজ্ঞ পণ্ডিতজনেরা প্রয়োজনে সংবিধানের শরণাপন্ন হন। তাদের পক্ষে এই পাঠ থেকে কোনো সাহায্য পেতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এতটুকু অন্তত মেনে নেয়া যায় যে, "সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ, তাহার লজ্জার রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনে বাহ্য উপায়।[২]" কিন্তু, আমি সংবিধানের মতো একটি *সর্বনাগরিকপ্রযোজ্য* দলিলের সহজ ভাষ্যেরও পক্ষে। অফিস, আদালত, আইন, গবেষণা ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সাধুরীতিই থাক। কিন্তু জনগণ যেন অনায়াসে সংবিধানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এরকম একটি ভাষ্য থাকলেও তো ক্ষতি নেই।

২৭ মার্চ ২০০৫ *আমাদের সময়* নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির দাম ছিল মাত্র দুই টাকা। আমি দেখেছি লোকাল বাসে যেতে যেতে অফিসগামী মানুষেরা পত্রিকা পড়ছে। চা-স্টল মালিক, ফেরিঅলা, ফুটপাতের পিঠা বিক্রেতা বা আদালতে হাজিরা দিতে আসা অভিযুক্ত আসামি সবাই পত্রিকা পড়ছে। পত্রিকার সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান বাঙালি মধ্যবিত্তের পত্রিকা পড়ার অভ্যাসে

---

১ *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ* : ৩

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *শব্দতত্ত্ব। ভাষার ইঙ্গিত*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মোটামুটি একটি বিপ্লব সাধন করেছেন। এই দৃশ্য দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি। ভেবেছি তারা পত্রিকা পড়ছে কেন? সোজা উত্তর তিনি খবর জানতে চান। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন পত্রিকার ভাষা যদি বোধগম্যতার কাছাকাছি না হতো তাহলে কি তিনি পত্রিকাটি কিনতেন এবং পড়তেন? উত্তর না। আমি ভাবলাম, আমাদের সংবিধানেরও এমন এক সহজপাঠ থাকা জরুরি। কৃষক-শ্রমিক-শিক্ষক, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, সরকারি-বেসরকারি-আধাসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সর্বোপরি অফিসগামী ব্যস্ত নাগরিকগণ, যাদের আইনের ভাষার ওপর কোনো দখল নেই, জটিল জিনিস যারা এড়িয়ে চলেন—তাদের জন্য সংবিধানের একটি সহজপাঠ্য সংস্করণ থাকা জরুরি। এই সহজপাঠ তৈরি করতে করতে মধ্যযুগের কয়েকজন বাঙালি সাহিত্যিকের কথা মনে পড়ছে। সেই বৃত্তান্তই নিচে বলছি।

ভাষা শুধু 'ভাবে'র বাহন নয়, ভাবনারও। ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে ভাবে, একপর্যায়ে ব্যক্তির ভাবনায় ধরা পড়ে যে তার নিজের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবনাই যথেষ্ট নয়, 'অন্য'কে নিয়েও ভাবতে হবে। 'নিজ' ছাড়া ব্যক্তির 'অন্য' সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার ফল হলো 'সমাজ'। অর্থাৎ মানুষ নিজে ছাড়া অন্যের সঙ্গে যখন সম্পর্ক স্থাপন করে সেই সম্পর্কের মৌলিক ভিত্তি আকারে কাজ করে তার 'ভাষা'। বলাবাহুল্য, নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার জন্য ভাষার প্রয়োজন হয় না, ভাষার প্রয়োজন নিজে ছাড়া অন্যের সঙ্গে কথা বলার জন্য। এজন্যই আমরা বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত সম্পর্ক-কাঠামোর নাম দিয়েছি 'সমাজ'। সমাজ সম্পর্কের অন্য নাম 'রাজনীতি'। "ভাষা একটি বাহন বা 'মিডিয়ম' শুধু তাই নয়, মানুষের নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাহন। Language is the most important means of human intercourse *(Lenin on Language)*. কিন্তু ভাষা সেই সঙ্গে একটি অস্ত্রও বটে—সংগ্রামের অস্ত্র, সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেওয়ার অস্ত্র। স্টালিন এই কথাটি বিশেষ স্পষ্ট করে বলেছেন। অর্থাৎ ভাষা শুধু বার্তা বিনিময়ের বাহন নয়, ভাষা উদবোধন এবং উদ্দীপনেরও সহায়ক।[৩]" আদিযুগে মানুষ ছিল 'সামাজিক জীব'। কিন্তু এই আমলে মানুষের সামাজিক জীব অভিধা তার সত্তার সম্পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক পরিচয় বহন করে না। মানুষ এখন 'রাজনৈতিক জীব'ও বটে। ভাষা—ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রথম ও অবিকল্প মাধ্যম। এজন্য বলা যায়, ভাষা যেহেতু ভাবের বাহন, তাই ভাবটাই রাজনীতি। এ কথা আরো সত্য বলে অনুভূত হবে যখন আমরা দেখি যে, মানুষের রাজনৈতিক সত্তার সর্বশেষ বিবর্তনের ফসল হিসেবে 'জাতীয়তাবাদের' যে উত্থান, সেই জাতীয়তাবাদের বোধ নির্মাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা। সেজন্য, সেই আদিকাল থেকেই ভাষার সঙ্গে একটি রাজনৈতিক টানাপড়েন বা দ্বন্দ্ব সবসময়ই সমাজে চালু ছিল। যেমন পঞ্চদশ শতকে লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের দুটি স্তবক এরকম :

৩ পবিত্র সরকার, *ভাষাবিজ্ঞান ও মার্কসবাদ*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অষ্টাদশ পুরণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায় মানব শ্রুত্বা রৌরব নরকং ব্রজেৎ ॥

অর্থাৎ রামায়ণ ও অষ্টাদশ পুরাণের কথা কেউ ভাষায় তার মানে সাধারণ মানুষের অ-সংস্কৃত স্থানীয় ভাষায় শুনলে রৌরব নামক নরকে যেতে হবে। শাস্ত্রের এ নিষেধ অমান্য করে সে সময় অনেকেই রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণের অনুবাদ করেছিলেন অথবা বাংলা ভাষায় মঙ্গলকাব্য-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন[৪]। মুসলমানদের মধ্যেও একদল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ধর্মীয় জ্ঞান শাস্ত্রীয় ভাষা ব্যতীত সাধারণ মানুষের স্থানীয় ভাষায় চর্চা করা অন্যায়। কবি মুত্তালিব ১৬৩৯ সালে লিখেছেন :

মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে ॥

এমনকি ১৭৫২ সালে ভারতচন্দ্র যখন *অন্নদামঙ্গল* কাব্য রচনা করছেন তখনও তিনি খুবই দ্বিধার সঙ্গে কাঁচুমাঁচু হয়ে বলছেন যে, সাধারণ মানুষের ভাষায় তিনি কাব্য রচনা করছেন ঠিকই তবে তাতে খুব একটা রসগুণ থাকবে না। অর্থাৎ তার এই কাব্য প্রচলিত পাণ্ডিত্যের মাপে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। তিনি বলেন

না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥

সাধারণ মানুষ কর্তৃক ভাষা অভিগম্যতা যুগে যুগেই একটি বিতর্কিত বিষয় ছিল। সাধারণ মানুষের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা ও জ্ঞানচর্চাকে অনেকে হাস্যকরও মনে করতেন। যেমন ষোল শতকের শুরুর দিকে অন্য এক কবি বলেছেন :

কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্জলি
হাসিয়া না পেলাহ লৌকিক ভাষা বলি

অর্থাৎ কবিশেখর পুটাঞ্জলি করে বলেছেন যে, লৌকিক ভাষায় বলছি বলে হেসে ফেলো না। কবিশেখরের প্রায় ১৩০/৪০ বছর পরে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কবি দৌলত কাজী বলেছেন :

দেশি ভাষে কত তাক পাঞ্চালির ছন্দ
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দ

অর্থাৎ যাতে সবাই সহজেই বুঝতে পারে, তার জন্য দেশী ভাষায় পাঁচালির ছন্দে তা বলা ভালো।

---

৪ গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, পৃ.২৩, অবসর প্রকাশনা সংস্থা , পুনর্মুদ্রণ ২০০৮ (প্রথম প্রকাশ : ২০০৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের এই বঙ্গ অঞ্চলের কেতাব, পুঁথি, বইয়ের বা সাহিত্যের ভাষারূপ কোনটি হবে? সুমার্জিত, সুষমামণ্ডিত ও সচেতনভাবে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চর্চিত সাধু ভাষা, না-কি প্রান্তিক জনগণের মুখের ভাষা (পরবর্তীতে এর নাম হবে চলিত ভাষা)? মধ্যযুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত এই ভাষাদ্বন্দ্ব বাংলা সাহিত্যকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। ইন্টেলেকচুয়ালদের মধ্যে সবচেয়ে দলে ভারী ও প্রভাবশালী অংশটি রক্ষণশীল ছিলেন। তাদের কাছে সাহিত্যের বোধগম্যতার চেয়েও সাহিত্যের শুদ্ধতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইন্টেলেকচুয়ালদের মধ্যে একটি ছোট দল উপর্যুক্ত চিন্তার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিলেন। এদের মতে সাহিত্যের বোধগম্যতা সাহিত্যিক শুদ্ধতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মোহাম্মদ দানেশ তার *'চাহার দরবেশ'* কাব্যে বলেন[৫] :

কেতাব করিল মর্দ্দ ফারসি জবানে।
ফারসি লোক যারা তারা খুসি হালে শুনে ॥
বাঙ্গালার লোক সবে নাহি জানে ভেদ।
যে কেহ শুনিল তার দেলে করে খেদ ॥...
এ খাতেরে ফকিরে হইল সওক।
আফছোছ না করে যেন বাঙ্গালার লোক ॥...
চলিত বাঙ্গালায় কেচ্ছা করিনু তৈয়ার।
সকলে বুঝিবে ভাই কারণে ইহার ॥
আসল বাঙ্গালা সবে বুঝিতে না পারে।
এ খাতেরে না লিখিলাম সোন বেরাদরে ॥

কবি কৈফিয়ত দিয়ে বলেছেন যে চলিত বাংলা ভাষায় তিনি এই কাব্য রচনা করছেন যেন সবাই বুঝতে পারে। আলাওলের কাহিনীকাব্যের মিশ্র ভাষারীতি-সংস্করণ *'ছয়ফলমুলুক বদিউজ্জমাল'* এর (১৮২৮) উপক্রমণিকায় মালে মোহাম্মদ লিখেছেন[৬] :

এই পুথি সায়ের ছিল আগু জমানার।
সংস্কৃত সাধু ভাষায় হইল তৈয়ার ॥
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কসেল্লা।
এ কারণে অধীন রচে চলিত বাঙ্গালা ॥
রসিক লোকের দেখে বহুত কাকুতি।
বারাশত পঁয়ত্রিশ সালে লেখি এই পুথি ॥

কবি বলছেন সংস্কৃত, সাধু ভাষা পড়ে বুঝতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়। সেজন্য তিনি চলিত বাংলায় কাব্য রচনা করছেন।

---

৫ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ.১৩৬, চারুলিপি প্রকাশ ২০১২ (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪)
৬ আনিসুজ্জামান, ঐ পৃ.১৪০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

২.

দেখা যাচ্ছে সমাজে একই ভাষা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে চর্চিত হয়েছে। যারা ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের ভাষা হলো সাধু বা সংস্কৃত। আর যারা নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, তাদের ভাষা হলো ব্রাত্যজনের ভাষা বা প্রাকৃত। নাম শুনেই বোঝা যায়, সাধু হলো বিদ্বৎজনের ভাষা আর চলিত হলো প্রান্তজনের ভাষা। ভাষার মধ্যে এই বিভাজন যুগে যুগে খুব সচেতনতার সঙ্গে রক্ষা করা হয়েছে। বিভাজনের চরিত্রটি রাজনৈতিক বলেই তা আরো সিস্টেমেটিক্যালি সম্ভব হয়েছে। আর সামাজিক বিভাজনবোধ মাত্রই সমাজের মানুষের রাজনৈতিক বোধের একটি ভিন্ন মাত্রা মাত্র।

বোধগম্যতার প্রশ্নে ওই সময়ে ও সমাজে প্রচলিত এই দ্বন্দ্বটির প্রকৃতি বা চরিত্র অনুধাবন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, দ্বন্দ্ব ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক বোধ নির্মাণের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত অন্যতম মীমাংসাকারী আকারে আবির্ভূত হলেন প্রমথ চৌধুরী। ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' প্রকাশের মধ্য দিয়ে চলিত সাধুর এই দ্বন্দ্ব নিরসনে তিনি নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেছেন। মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। চলিতের এই গ্রহণযোগ্যতার পেছনেও কাজ করেছে সেই রাজনীতি। কারণ, মানুষ বুঝতে চায়, সে তার ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত ভাবের মধ্য দিয়ে অন্যের সঙ্গে একটি সার্থক যোগাযোগমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। যে ভাষারীতিতে স্বাচ্ছন্দ্যে এই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকেই সে ভাষা হিসেবে গ্রহণ করবে এটাই মানুষের সাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা।

১২০১ বঙ্গাব্দে গরীবুল্লাহ্ 'আমির হামজা' কাব্যের দ্বিতীয় পর্ব রচনা করেন সৈয়দ হামজা। এ প্রসঙ্গে তিনি গরীবুল্লাহ্‌র অসমাপ্ত রচনার জন্য লোক সাধারণের অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে লোকের খায়েশ বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে তিনি এই কাব্য রচনার কাজে হাত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন এভাবে[৭] :

যতদূর আছে তাঁর কবিতার হার।
দেখিয়া শুনিয়া লোকে হয় জারেজার ॥
কেচ্ছার পহেলা আধা শুনিয়া আলম।
আখেরী কেচ্ছার তরে করে বড়া গম ॥
না পারিনু এড়াইতে লোকের খাহেশ।
গাঁথিনু কবিতা আমি ভাবিয়া বিশেষ ॥
বিদ্যাবুদ্ধিহীন আমি যাহা কিছু জানি।
গাঁথিনু কবিতা আমি আখেরী কাহিনি।

আমি অনুভব করেছি যে, সাধারণ নাগরিকগণ সংবিধান পড়তে চায়। তারা সংবিধান বুঝতে চায়। তাদের এই আকুতি বা ইচ্ছা নিবারণে সাড়া দিয়ে আমি এই অধম

৭ আনিসুজ্জমান, ঐ পৃ.১২০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংবিধানের সহজভাষ্য প্রণয়ন করলাম। কাজটিতে হাত দেওয়ার পর আমি কয়েকজন সুহৃদের সঙ্গে মতবিনিময় করি। তাদের মতামত শুনে আমার প্রায় বজ্রাহত দশা। সাধারণ মানুষ যেন বুঝতে পারে সেজন্য সংবিধানের বক্তব্যকে চলিত ভাষায় লিখব আমার এই চিন্তা তাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। এদের বেশিরভাগই আমাকে নিষেধ করেছেন, কারণ তাদের মতে, সংবিধানকে সহজ ভাষায় আলোচনা করা বেআইনি কাজ হবে। আমার উত্তর হলো, আমি তো সংবিধান রচনা করতে যাচ্ছি না। সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় শুধু এর উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। আমার উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা শুনে অনেকেই এর আবশ্যকতা মেনে নিতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু তারপরও তাদের কথা হলো, এমন একটি আইনি দলিল সাধারণ মানুষের বোধগম্য না হলেও তাতে এমন কিছু আসে যায় না। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে অবগত হয়ে আমি তাজ্জব বনে গেছি!

ভাষা বিষয়ে আমার কোনো দক্ষতা নেই, তাই 'বিদ্যাবুদ্ধিহীন আমি যাহা কিছু জানি'—তা-ই সম্বল। সেজন্য পদে পদে মনে রেখেছি যে 'সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়।[৮]' তবে কঠিনকে সহজ করার চেষ্টায় শক্ত হয়ে লেগে থেকেও অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ করা যায় না। কেননা,

হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়
সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়
এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে
সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।...
সেই সনাতন ভরসাহীনা অশ্রুহীনা
তুমিই আমার সব সময়ের সঙ্গিনী না?
তুমি আমায় সুখ দেবে তা সহজ নয়
তুমি আমায় দুঃখ দেবে সহজ নয়[৯]।

আ. খা.

৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *শেষের কবিতা*
৯ শঙ্খ ঘোষ *সঙ্গিনী*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথম প্রকাশের কৈফিয়ত

সংবিধান হলো রাষ্ট্র বিষয়ে নাগরিকদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রায়োগিক নির্দেশনা।

সংবিধান প্রণয়ন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। ন্যায্য সংবিধান অর্জন সহজ কথা নয়, এর জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হয়—যেমনটি বাঙালি জাতি করেছে ১৯৭১ সালে। যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত যে দলিল তা আবশ্যিকভাবে একটি নাগরিক দলিল। এই নাগরিক দলিল প্রণয়ন করেন নাগরিকগণ, ফলে এর ভাষা এমন হওয়া উচিত যা নাগরিকগণ সহজেই বুঝতে সক্ষম হন।

আমাদের সংবিধানের ২১(১) নম্বর অনুচ্ছেদ বলছে সংবিধান ও আইন মান্য করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য সংবিধান পড়তে হবে। দুঃখজনক সত্য হলো, রক্তস্নাত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলিল এই সংবিধানের পাঠক সংখ্যা খুবই সীমিত। আরো দুঃখজনক হলো, আমরা আজও এই দলিলকে আমাদের রাষ্ট্রিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলিনি। দেশের শাসননীতি, নাগরিক ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার প্রশ্নে যে বালখিল্য অপরিপক্বতা দৃশ্যমান তার কারণ কি এই নয় যে, আমরা আমাদের সংবিধান চর্চাকে রাজনীতি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু করে তুলতে পারিনি? ফলে, রাষ্ট্র, নাগরিক ও তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন—এসবের মধ্যে একটি ফারাক তৈরি হয়েছে। এই ফারাকের আশু ও কার্যকর মেরামত না হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাঋদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা কি সম্ভব?

দুই

জ্ঞানের সকল শাখার মতো আইনেরও নিজস্ব কিছু পরিভাষা (jargon) আছে। প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়নের জন্য জ্ঞানের একটি শাখাকে ওই বিষয়ে ব্যবহৃত বিশেষ অর্থবহনকারী পরিভাষাগুলো ব্যবহার করেই বুঝতে ও আত্মস্থ করতে হয়; এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু কথা হলো, কোনো সাধারণ নাগরিক যদি ডাক্তারি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে চায় এবং সেজন্য তাকে যদি মেডিসিনের গুরুগম্ভীর ও ভারিক্কি শব্দ ও নাম মুখস্থ করতে বাধ্য করা হয় সেটা হবে অন্যায়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে একজন ডাক্তার অবশ্যই সেসব কঠিন বিদ্যা অর্জন করতে বাধ্য, কিন্তু প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনকারীর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জন্য তা সহজবোধ্য ও সাবলীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঠিক এই জাতীয় চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই সংবিধানের মূল্য বক্তব্য সহজ ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে সংবিধান খুবই স্পর্শকাতর আইনি দলিল। এর একটি দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলনের ব্যবহার ও এদের ব্যাখ্যা নিয়ে সংসদে ও আদালতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। এসব কারণে সংবিধানের একটি আদি ও অফিসিয়াল স্বীকৃত মূলপাঠ থাকা অপরিহার্য, এই নীতিতে আমরাও বিশ্বাসী। তারপরও, সাধারণ পাঠকের জন্য আইনি ভাষার কারুকার্যবর্জিত একটি সরলপাঠ থাকা আবশ্যক বলে বোধ করেছি। সংবিধানের মূলপাঠে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও এমনকি একটি বিন্দুও যেখানে সাংঘাতিক গুরুত্ববহ ও অবিকৃতব্য, সেখানে আমরা সরল পাঠে এসব বিষয়ে হুবহু মূলপাঠের অনুসরণ বজায় রাখিনি। এটিও করা হয়েছে পাঠকের পঠনযোগ্যতা (readability) বজায় রাখার স্বার্থে। তাছাড়া, একটি বিষয়ে খুব পরিষ্কার করে বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের এই সরল পাঠ কোনো অনুমোদিত (অথরিটেটিভ) পাঠ নয়। কোনো আইন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে সেই উদ্দেশ্যে এই পাঠ প্রণয়ন করা হয়নি। নন-টেকনিক্যাল পাঠকগণ যাতে সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সহজেই এর সার বক্তব্য অনুধাবন করতে পারেন সেজন্যই এই সরলপাঠ।

সরলীকরণ করতে গিয়ে বাংলা বানান ও বাক্য গঠনরীতি মূল সংবিধানের মতো হুবহু রাখা সম্ভব হয়নি। এমনটি হয়েছে মূলত সরলীকরণের ধারাবাহিকতা ও বোধগম্যতা রক্ষার্থে। বলাবাহুল্য, সরলীকরণের সুবিধার্থে অনুচ্ছেদের দাঁড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন ইত্যাদি আমি নিজের মতো করে সাজিয়েছি। এক্ষেত্রে মূলের অনুসরণ করলে সহজীকরণের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতো।

তিন

ইংল্যান্ডে পড়াশুনা করার সময় এই 'সহজীকরণে'র ধারণাটি মাথায় আসে। দেশে ফিরে দেখি শ্রদ্ধেয় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর লেখা চমৎকার একটি বই এই বিষয়ের ওপর ইতোমধ্যে বেরিয়ে গেছে। ফলে ভাবলাম আমার কিছু করার থাকল না। কিন্তু চিন্তা পাল্টে গেল যখন দেখলাম তাঁর বইয়ে তিনি যেভাবে বিষয়টি আলোচনা করেছেন তা থেকে আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা।

কাজটি যখন মাঝ পথে, তখন হাতে এল বাংলাদেশ আইন কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় শাহ আলম স্যারের একটি বই। 'বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস ও সংবিধানের সহজপাঠ' নামে বইটি তিনি মূলত লিখেছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ক্লিনিক্যাল লিগ্যাল এডুকেশন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য।

আমার আগেও কমপক্ষে দুজন যোগ্য ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সংবিধানের সহজপাঠ তৈরির কাজ করেছেন দেখে আমি আমার কাজের ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করেছি এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে, সংবিধান যেন বোধগম্য ভাষায় প্রণীত হয় সেজন্য প্রথম কলম ধরে ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)। সেই ১৯৭২ সালে, গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার আগেই, বিভিন্ন লেখায় তিনি সংবিধানের বাংলা পাঠে সহজ/পরিচিত শব্দের ব্যবহার ও এটি সাধারণের কাছে বোধগম্য করার জন্য দাবি জানিয়েছেন, সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও দিয়েছেন। তিনি বলেন—

> [সংবিধানের] বাংলা মুসাবিদার পাণ্ডিত্য ও সাংস্কৃত্য দেখিয়া ঘাবড়াইলাম। খুব চিন্তিত হইলাম। ...আমাদের সংবিধানের মূল ত্রুটি দুইটি : এক, বিধানের ত্রুটি; দুই, ভাষার ত্রুটি। ...মাতৃভাষায় আধুনিক দেশের আধুনিক সংবিধান রচনার ইচ্ছা প্রশংসনীয় এবং উদ্যম সমর্থনযোগ্য। বাংলাদেশের সংবিধান-রচয়িতারা এই কারণে আমার শ্রদ্ধার পাত্র। শাসনতান্ত্রিক সংবিধান একটা আইন। দেশের শ্রেষ্ঠ আইন। গণ-পরিষদের মেম্বরদের বিপুল মেজরিটি আইনবিদ ও আইন-ব্যবসায়ী। তাঁদের জন্য সংবিধান রচনা খুব কঠিন ছিল না। ইংরাজ আমলের দুইশ' বছর ও পাকিস্তান আমলের পঁচিশ বছর ধরিয়া আদালতের সর্বোচ্চ স্তর বাদে আর সর্বত্র মোটামুটি বাংলা ভাষা চালু থাকায় আমাদের দেশে একটা আইনের ভাষা ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। কাজেই একটা সহজবোধ্য পরিভাষাও গড়িয়া উঠিয়াছিল। শুধু গণ-পরিষদের মেম্বররা তাঁদের আইন-আদালতের অভিজ্ঞতা লইয়া শাসনতান্ত্রিক আইন রচনা শেষ করিলে কোন অসুবিধা বা জটিলতা সৃষ্টি হইত না। তাঁরা প্রচলিত সহজ ও পরিচিত শব্দই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তাঁরা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনের দলিলটিকে সাহিত্যে উন্নত করিবার ইচ্ছা করিলেন। ভাষা বিজ্ঞানীর [,] সাহিত্যিকদের আশ্রয় লইলেন। ভাষার পণ্ডিতেরা অভিধান ঘাঁটিয়া সংস্কৃত শব্দের দ্বারা ইংরাজি শব্দের 'বাংলা' তর্জমা করিলেন। (*আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, দশম সংস্করণ, ২০০২, রিপ্রিন্ট-২০০৬, পৃষ্ঠা-৬১৬, ৬১৭। আরো দেখুন 'সংবিধানের বাংলা মুসাবিদায় পরিভাষার উৎপাত', দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ অক্টোবর, ১৯৭২*)।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তাঁর এক প্রবন্ধে সংবিধানের সাধু রীতির সংস্করণে চলিত রীতির প্রভাব বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—

> আমাদের সংবিধান সাধু ভাষায় লিখিত। কতগুলো বিধানের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি;
>
> প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। [৩]
> প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"র প্রথম দশ চরণ। [৪(১)]
> প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা। [৫(১)]
> সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। [২৭]
>
> এই বাংলা সাধু না চলিত? ক্রিয়া বা সর্বনাম নেই বলে সাধু ও চলতি বাচনভঙ্গির পার্থক্যটা ধরা পড়ছে না। ক্রিয়া ও সর্বনামে কেবল সাধু রূপের লোহা-সিমেন্টের মিশেল দিলেই বক্তব্যের গুরুত্ব প্রকাশ ও গাম্ভীর্য রক্ষা সুলভসাধ্য হবে, ব্যাপারটা বোধ হয় অত সহজ নয়। চলতি ভাষায় কি আইনের ভাব প্রকাশ করা যায় না? (*প্রথমে মাতৃভাষা পরভাষা পরে, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা: ২০০৪, পৃষ্ঠা- ৩৫*)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিনি আরো বলেন—

> আজ সেই জনগণের মধ্যে টেনেটুনে মাত্র ত্রিশ ভাগ লোক আজ সাক্ষরতা অর্জন করেছে [২০০৪ সালের পরিসংখ্যান]। সংবিধান পড়ে বুঝবে এমন লোকের সংখ্যা এক শতাংশ হবে কিনা সন্দেহ। সংবিধান সম্পর্কে সাধারণ লোকের কী খেয়াল সে নিয়ে এক সমীক্ষা চালালে মন্দ হয় না। *(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০)*।

কবি ও প্রাবন্ধিক ফরহাদ মজহার মন্তব্য করেন—

> বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে সংবিধান। রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রাণ ভোমরা এই দলিলটির মধ্যেই নিহিত থাকে। একটি সংবিধান কাগুজে হয়ে যায় যদি তার সঙ্গে আমাদের প্রাণের কোন যোগ না থাকে। যতদিন নাগরিকরা নিজেরা সংবিধান পড়ে এই সংবিধান তাঁদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেই বিচারে না নামছেন ততদিন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিকাশ অসম্ভব। যতদিন একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজনে প্রাণ দেবার জন্য নাগরিকরা প্রস্তুত না হবেন ততদিন আমাদের দুর্দশারও শেষ হবে না। কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থা কায়েমও অসম্ভব। *(সংবিধান ও গণতন্ত্র, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা: ২০০৯, পৃষ্ঠা-৭১)*।

এ প্রসঙ্গে ড. শাহদীন মালিকের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য—

> সচেতন পাঠক মাত্রই জানেন, বিদেশিদের আমেরিকান নাগরিক হওয়ার সব যোগ্যতা পূরণ করার পর সর্বশেষ বাধা হলো ওই দেশের সংবিধান সংক্রান্ত একটা পরীক্ষায় পাস করতে হবে। পরীক্ষাটি কঠিন নয়, তবে একবার তো অন্তত পড়তে হবে।
>
> আমাদের কাউকেই সংবিধান পড়তে হয় না, এ দেশে বিএ/এমএ সব পাস করা যায়, সারা জীবন বড় বড় চাকরি করা যায় সংবিধানের চেহারা না দেখেই। কিন্তু সবাই সংবিধান-সংবিধান বলে চেঁচায়।
>
> কারও ঘাড়ে দোষ চাপানো এই অধমের উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু কোনো আদালতই, হাইকোর্ট ছাড়া, সংবিধান প্রয়োগ করতে পারে না, সেহেতু আইনজীবীদেরই সংবিধান জানার প্রয়োজন নেই। আর আইনজীবীরাই যেহেতু চর্চা করেন না, দেশের মানুষ কেন মাথা ঘামাবে।
>
> অদূর ভবিষ্যতে যখন সংবিধানের সারাংশ আর সারমর্ম পড়া বাধ্যতামূলক হবে, সংবিধান নিয়ে ভালো ভালো বই লেখা হবে, হাইকোর্ট ছাড়াও অন্যান্য আদালতে অন্তত কিছু মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার পাওয়ার আইন পাস হবে, তারপর হয়তো সংবিধানটা অর্থবহ হবে। *(দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ মে ২০০৮)*।

চার

সর্বোপরি, শত সরলীকরণের চেষ্টা করা হলেও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, লিখিত সংবিধান একটি আইনি দলিল। আর আইনের ভাষা এর নিজস্ব অপরিহার্য প্রয়োজনেই বেশ প্যাঁচানো। এই প্যাঁচ স্বভাবের দোষ, আইনের নয়। আইনে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলোর সরল বর্ণনাই অনেক সময় কঠিন ঠেকে; একে আবার এর চেয়েও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সহজ সরল করতে গেলে হয় উদ্দিষ্ট অর্থই প্রকাশিত হয় না, নয়তো তা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। সংবিধানের ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। সংবিধানের কিছু কিছু বিষয় সম্বলিত অনুচ্ছেদ এই বইয়ে সরলীকরণ করার পরও অনেকের কাছে প্রথম পাঠেই বোধগম্য না-ও মনে হতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠকের উচিত হবে অনুচ্ছেদটি পুনর্বার পড়া।

এই সহজ পাঠটি করা হয়েছে সাধারণ পাঠকদেরকে সংবিধানের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য। ফলে, কেউ যদি আনুষ্ঠানিক কোনো উদ্দেশ্যে সংবিধানের রেফারেন্স ব্যবহার করেন তবে তার/তাদের উচিত হবে সরকারিভাবে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুদ্রিত সংবিধানের পাঠটি ব্যবহার করা।

উল্লেখ্য যে, সকল স্তরের পাঠকের নাগালের মধ্যে রাখতে গিয়ে বাধ্য হয়ে বইয়ের কলেবর ছোট রেখেছি। ফলে, প্রথম থেকে চতুর্থ তফসিল ছাপা থেকে বিরত রইলাম। বাকি পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তফসিল এই সংস্করণে ছাপা হয়েছে।

সহজপাঠ অংশে যে মুদ্রণপ্রমাদ বা ভুলত্রুটি রয়ে গেছে সেজন্য সম্পাদক বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তীতে ত্রুটিগুলো শুধরে নেয়া হবে। কারো কারো কাছে সরল পাঠের কিছু অংশ 'অতিসরলীকৃত দোষে দুষ্ট' বলে মনে হতে পারে। এতে পাঠককে দোষ দিব না। তবে সরল বানানোর তোড়জোড়ে যদি এমন ঘটে থাকে যে মূল পাঠের অর্থই বদলে গেছে সেটা হবে অনভিপ্রেত। সেজন্য বিদগ্ধ পাঠকের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকবে এরকম কিছু চোখে পড়লে যেন আমাদেরকে অবহিত করা হয়। আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ থাকব।

জেনে রাখা ভালো যে, সংবিধানে সাদাসিধে সংখ্যাগুলো অনুচ্ছেদ নির্দেশ করে। যেমন ২৭ এর অর্থ হলো ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদ। আবার, ব্র্যাকেটবদ্ধ কোনো সংখ্যা অনুচ্ছেদের অন্তর্গত 'দফা' নির্দেশ করে। যেমন (৩) এর অর্থ হলো (৩) নম্বর দফা। আবার, ব্র্যাকেটবদ্ধ ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার দফার অন্তর্গত উপ-দফা নির্দেশ করে। যেমন (ক)-এর অর্থ হলো (ক) নম্বর উপদফা।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২

আরিফ খান
arifkhanmiron@yahoo.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

প্রথম ভাগ

প্রজাতন্ত্র

১. প্রজাতন্ত্র /৩৫
২. প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা /৩৫
২ক. রাষ্ট্রধর্ম /৩৫
৩. রাষ্ট্রভাষা /৩৫
৪. জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীক /৩৫
৪ক. জাতির পিতার প্রতিকৃতি /৩৫
৫. রাজধানী /৩৫
৬. নাগরিকত্ব /৩৬
৭. সংবিধানের প্রাধান্য /৩৬
৭ক. সংবিধান বাতিল, স্থগিত করা ইত্যাদি অপরাধ /৩৬
৭খ. সংবিধানের মৌলিক বিধানগুলো সংশোধন করা যাবে না /৩৬

দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৮. মূলনীতি /৩৯
৯. জাতীয়তাবাদ /৩৯
১০. সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি /৩৯
১১. গণতন্ত্র ও মানবাধিকার /৩৯
১২. ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা /৩৯
১৩. মালিকানার নীতি /৪০
১৪. কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি /৪০
১৫. মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা /৪০
১৬. গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব /৪১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১৭. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা /৪১
১৮. জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা /৪১
১৮ক. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন /৩১
১৯. সুযোগের সমতা /৪১
২০. অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে কর্ম /৪২
২১. নাগরিকের কর্তব্য /সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য /৪২
২২. স্বাধীন বিচার বিভাগ /৪২
২৩. জাতীয় সংস্কৃতি /৪২
২৩ক. উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি /৪২
২৪. জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন /৪৩
২৫. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন /৪৩

তৃতীয় ভাগ

মৌলিক অধিকার

২৬. মৌলিক অধিকারবিরোধী আইন বাতিল /৪৭
২৭. আইনের দৃষ্টিতে সমতা /৪৭
২৮. ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ইত্যাদির কারণে বৈষম্য /৪৭
২৯. সরকারি নিয়োগ লাভে সমান সুযোগ /৪৭
৩০. বিদেশী খেতাব /৪৮
৩১. আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার /৪৮
৩২. জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার /৪৮
৩৩. গ্রেপ্তার ও আটক বিষয়ে সীমা /৪৮
৩৪. জোরজবরদস্তির শ্রম নিষিদ্ধ /৫০
৩৫. বিচার ও শাস্তি প্রদানের নীতি /৫০
৩৬. চলাফেরার স্বাধীনতা /৫১
৩৭. মিটিং-মিছিলের /জনসভার স্বাধীনতা /৫১
৩৮. সমিতি /সংগঠনের স্বাধীনতা /৫১
৩৯. চিন্তার, বিবেকের এবং বলার স্বাধীনতা /৫১
৪০. পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা /৫২
৪১. ধর্মীয় স্বাধীনতা /৫২
৪২. সম্পত্তির অধিকার /৫৩
৪৩. গৃহ ও যোগাযোগের সংরক্ষণ /৫৩
৪৪. মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ /৫৩
৪৫. শৃঙ্খলামূলক আইনের বেলায় ব্যতিক্রম /৫৪
৪৬. দায়মুক্তি প্রদানের ক্ষমতা /৫৪
৪৭. কতিপয় আইনের হেফাজত /৫৪
৪৭ক. সংবিধানের কিছু বিধান যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না /৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চতুর্থ ভাগ

নির্বাহী বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ : রাষ্ট্রপতি

৪৮. রাষ্ট্রপতি /৫৯
৪৯. রাষ্ট্রপতির ক্ষমার অধিকার /৬০
৫০. রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ /৬০
৫১. রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি /৬০
৫২. রাষ্ট্রপতির বিচার /৬০
৫৩. অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ /৬১
৫৪. অনুপস্থিতি ও অন্যান্য সময়ে রাষ্ট্রপতি পদে স্পিকার /৬২

২য় পরিচ্ছেদ : প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

৫৫. মন্ত্রিসভা /৬৩
৫৬. মন্ত্রী /৬৩
৫৭. প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ /৬৪
৫৮. মন্ত্রীদের পদের মেয়াদ /৬৪

৩য় পরিচ্ছেদ : স্থানীয় শাসন

৫৯. স্থানীয় শাসন /৬৬
৬০. স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা /৬৬

৪র্থ পরিচ্ছেদ : প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ

৬১. সর্বাধিনায়ক /৬৭
৬২. প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি /৬৭
৬৩. যুদ্ধ /৬৭

৫ম পরিচ্ছেদ : অ্যাটর্নি জেনারেল

৬৪. অ্যাটর্নি জেনারেল /৬৮

পঞ্চম ভাগ

আইনসভা

১ম পরিচ্ছেদ : সংসদ

৬৫. সংসদ প্রতিষ্ঠা /৭১ং
৬৬. সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা /৭২
৬৭. সংসদের আসন শূন্য হওয়া /৭৩
৬৮. সংসদ সদস্যদের বেতন /৭৪
৬৯. শপথের আগে আসন গ্রহণ বা ভোট দিলে জরিমানা /৭৪
৭০. পদত্যাগ ও আসন শূন্য /৭৪
৭১. দ্বৈত সদস্যতা /৭৪
৭২. সংসদের অধিবেশন /৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৭৩. সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী /৭৬
৭৩ক. সংসদ ও মন্ত্রীদের অধিকার /৭৬
৭৪. স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার /৭৬
৭৫. কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম /৭৭
৭৬. স্থায়ী কমিটি /৭৮
৭৭. ন্যায়পাল /৭৯
৭৮. সংসদ ও সাংসদদের দায়মুক্তি ও বিশেষ অধিকার /৭৯
৭৯. সংসদ সচিবালয় /৮০

২য় পরিচ্ছেদ : আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি

৮০. আইন প্রণয়ন পদ্ধতি /৮১
৮১. অর্থবিল /৮২
৮২. আর্থিক ব্যবস্থার সুপারিশ /৮২
৮৩. আইন ছাড়া কর আরোপ নিষেধ /৮২
৮৪. সংযুক্ত তহবিল ও রাষ্ট্রের সরকারি হিসাব /৮৩
৮৫. সরকারি টাকা-পয়সার নিয়ন্ত্রণ /৮৩
৮৬. প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে প্রদত্ত টাকা-পয়সা /৮৩
৮৭. বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি /৮৩
৮৮. সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায় /৮৪
৮৯. বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির পদ্ধতি /৮৪
৯০. নির্দিষ্টকরণ আইন /৮৪
৯১. সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি /৮৫
৯২. হিসাব, ঋণ ইত্যাদির ওপর ভোট /৮৫

৩য় পরিচ্ছেদ : অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা

৯৩. অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা /৮৭

ষষ্ঠ ভাগ

বিচার বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ : সুপ্রীম কোর্ট

৯৪. সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা /৯১
৯৫. বিচারক নিয়োগ /৯১
৯৬. বিচারকদের পদের মেয়াদ /৯২
৯৭. অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি /৯৩
৯৮. সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারক /৯৩
৯৯. বিচারকদের অক্ষমতা /৯৪
১০০. সুপ্রীম কোর্টের আসন /৯৪
১০১. হাইকোর্টের এখতিয়ার /৯৪
১০২. হাইকোর্টের ক্ষমতা /৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১০৩. আপিল বিভাগের ক্ষমতা /৯৬
১০৪. আপিল বিভাগের পরোয়ানা জারি ও প্রয়োগ /৯৭
১০৫. আপিল বিভাগের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা /৯৭
১০৬. সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক ক্ষমতা /৯৭
১০৭. সুপ্রীম কোর্টের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা /৯৭
১০৮. কোর্ট অব রেকর্ড /৯৮
১০৯. আদালতের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ /৯৮
১১০. নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্টে মামলা স্থানান্তর /৯৮
১১১. সুপ্রীম কোর্টের রায় বাধ্যতামূলক /৯৭
১১২. সুপ্রীম কোর্টকে সহায়তা /৯৮
১১৩. সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারী /৯৮

২য় পরিচ্ছেদ : নিম্ন আদালত

১১৪. অধস্তন বা নিম্ন আদালত প্রতিষ্ঠা /৯৯
১১৫. নিম্ন আদালতে নিয়োগ /৯৯
১১৬. নিম্ন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা /৯৯
১১৬ক. বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের স্বাধীনতা /৯৯

৩য় পরিচ্ছেদ : প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

১১৭. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল /১০০

সপ্তম ভাগ

নির্বাচন

১১৮. নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা /১০৩
১১৯. নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব /১০৩
১২০. নির্বাচন কমিশনের কর্মচারী /১০৪
১২১. প্রতি এলাকায় একটিমাত্র ভোটার তালিকা /১০৪
১২২. ভোটার হওয়ার যোগ্যতা /১০৪
১২৩. নির্বাচনের সময় /১০৫
১২৪. নির্বাচন বিষয়ে সংসদের আইন তৈরির ক্ষমতা /১০৫
১২৫. নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা /১০৬
১২৬. নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা /১০৬

অষ্টম ভাগ

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

১২৭. মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা /১০৯
১২৮. মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব /১০৯
১২৯. কর্মের মেয়াদ /১০৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১৩০. অস্থায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষক /১১০
১৩১. প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষণ আকার ও পদ্ধতি /১১০
১৩২. সংসদে মহা হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন /১১০

নবম ভাগ

বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ : কর্মবিভাগ

১৩৩. নিয়োগ ও কর্মের শর্ত /১১৩
১৩৪. কর্মের মেয়াদ /১১৩
১৩৫. অসামরিক সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত ইত্যাদি /১১৩
১৩৬. কর্মবিভাগ পুনর্গঠন /১১৪

২য় পরিচ্ছেদ : সরকারি কর্ম কমিশন

১৩৭. কমিশন প্রতিষ্ঠা /১১৫
১৩৮. সদস্য নিয়োগ /১১৫
১৩৯. পদের মেয়াদ /১১৫
১৪০. কমিশনের দায়িত্ব /১১৬
১৪১. বার্ষিক রিপোর্ট /১১৭

নবম-ক ভাগ

জরুরি বিধান

১৪১ক. জরুরি অবস্থা ঘোষণা /১২১
১৪১খ. জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের কিছু অংশ স্থগিত /১২১
১৪১গ. জরুরি অবস্থায় মৌলিক অধিকার স্থগিত /১২২

দশম ভাগ

সংবিধান সংশোধন

১৪২. সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা /১২৫

একাদশ ভাগ

অন্যান্য

১৪৩. প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি /১২৯
১৪৪. সম্পত্তি, ব্যবসা ইত্যাদিতে নির্বাহী কর্তৃত্ব /১২৯
১৪৫. চুক্তি ও দলিল /১২৯
১৪৫ক. আন্তর্জাতিক চুক্তি /১২৯
১৪৬. বাংলাদেশের নামে মামলা /১২৯
১৪৭. কতিপয় অফিসারের পারিশ্রমিক /১৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১৪৮. পদের শপথ /১৩১
১৪৯. প্রচলিত আইনের হেফাজত /১৩১
১৫০. ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধান /১৩১
১৫১. রহিতকরণ /১৩২
১৫২. সংবিধানে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা /১৩৩
অধিবেশন /১৩৩
অনুচ্ছেদ /১৩৩
অবসর ভাতা /১৩৩
অর্থবছর /১৩৩
আইন /১৩৩
আদালত /১৩৩
আপিল বিভাগ /১৩৩
উপ-দফা /১৩৩
ঋণগ্রহণ /১৩৩
করারোপ /১৩৪
গ্যারান্টি /১৩৪
জেলা বিচারক /১৩৪
তফসিল /১৩৪
দফা /১৩৪
দেনা /১৩৪
নাগরিক /১৩৪
প্রচলিত আইন /১৩৪
প্রজাতন্ত্র /১৩৪
প্রজাতন্ত্রের কর্ম /১৩৪
প্রধান নির্বাচন কমিশনার /১৩৫
প্রধান বিচারপতি /১৩৫
প্রশাসনিক একাংশ /১৩৫
বিচারক /১৩৫
বিচার কর্মবিভাগ /১৩৫
বৈঠক (সংসদ-প্রসঙ্গে) /১৩৫
ভাগ /১৩৫
রাজধানী /১৩৫
রাজনৈতিক দল /১৩৫
রাষ্ট্র /১৩৫
রাষ্ট্রপতি /১৩৬
শৃঙ্খলাবাহিনী /১৩৬
শৃঙ্খলামূলক আইন /১৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ /১৩৬
সংসদ /১৩৬
সম্পত্তি /১৩৬
সরকারি কর্মচারী /১৩৬
সরকারি বিজ্ঞপ্তি /১৩৬
সিকিউরিটি /১৩৬
সুপ্রীম কোর্ট /১৩৭
স্পিকার /১৩৭
হাইকোর্ট বিভাগ /১৩৭

১৫৩. সংবিধান প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ /১৩৭

তফসিল

প্রথম তফসিল – অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন /১৪১
দ্বিতীয় তফসিল – রাষ্ট্রপতি নির্বাচন /১৪৩
তৃতীয় তফসিল – শপথ ও ঘোষণা /১৪৪
চতুর্থ তফসিল – ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী /১৫৩
পঞ্চম তফসিল – ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণ /১৬১
ষষ্ঠ তফসিল – জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা /১৬৫
সপ্তম তফসিল – ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত) /১৬৬

সংবিধান নির্ঘণ্ট

দ্রুততম সময়ে সংবিধানের যে-কোনো অনুচ্ছেদ খুঁজে বের করার উপায় /১৬৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিস্‌মিল্লাহির-রাহ্‌মানির রহিম

(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে/পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।)

প্রস্তাবনা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি।

আমরা অঙ্গীকার করছি যে, যেসব মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদেরকে প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেসব আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হবে।

আমরা আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা—যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা হবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, আমরা যাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি, সেজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং এর রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, আজ তেরোশো ঊনাশি বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠার তারিখ, মোতাবেক উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করে সবাই মিলে গ্রহণ করলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথম ভাগ
প্রজাতন্ত্র

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রজাতন্ত্র

১। বাংলাদেশ একটি এক কেন্দ্রিক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হবে।

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হবে—

(ক) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণার ঠিক আগে যেসব এলাকা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল এবং ১৯৭৪ সালের তৃতীয় সংশোধনী আইনের অন্তর্ভুক্ত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত বলে উল্লিখিত এলাকা ছাড়া; এবং

(খ) যেসব এলাকা পরবর্তীতে বাংলাদেশের সীমানার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

রাষ্ট্রধর্ম

২ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবে।

রাষ্ট্রভাষা

৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীক

৪। (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' গানের প্রথম দশ লাইন।

(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হলো সবুজ রঙের জমিনের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।

(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হচ্ছে দুই পাশে ধানের শীষবেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা, এর উপরে পাটগাছের তিনটি পরস্পর সংযুক্ত পাতা এবং এর দুই পাশে দুটি করে তারা চিহ্ন।

(৪) উপর্যুক্ত দফাগুলো অনুসারে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক বিষয়ে নিয়মকানুন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

জাতির পিতার প্রতিকৃতি

৪ক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সব সরকারি ও আধা সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোতে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

রাজধানী

৫। (১) ঢাকা হলো প্রজাতন্ত্রের রাজধানী।

(২) রাজধানীর সীমানা কতটুকু হবে তা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নাগরিকত্ব

৬। (১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত নিয়মকানুন আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।

সংবিধানের প্রাধান্য

৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের পক্ষে এই ক্ষমতার প্রয়োগ শুধু এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে প্রয়োগ করা যাবে।

(২) জনগণের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। অন্য যে-কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে সেই আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।

সংবিধান বাতিল, স্থগিত করা ইত্যাদি অপরাধ

৭ক। (১) কোনো ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো অসাংবিধানিক পন্থায়—

(ক) এই সংবিধান বা এর কোনো অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করলে বা করার জন্য উদ্যোগ বা ষড়যন্ত্র করলে তার এই কাজ রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

(খ) এই সংবিধান বা এর কোনো বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করলে বা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করলে—তার এই কাজ রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

(২) কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত (১) নম্বর দফায় বর্ণিত—

(ক) কোনো কাজ করতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করলে—তার এরকম কার্যক্রম একই অপরাধ বলে গণ্য হবে।

(খ) ওই কাজের অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করলে—তার এরকম কার্যক্রম একই অপরাধ বলে গণ্য হবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদ বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

সংবিধানের মৌলিক বিধানগুলো সংশোধন করা যাবে না

৭খ। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সব অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সব অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোর বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সব অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলোর বিধানাবলী সংযোজন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধন করা যাবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্বিতীয় ভাগ
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মূলনীতি

৮। (১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই নীতিগুলো এবং এগুলো থেকে উদ্ভূত এই অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যসব নীতি বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে গণ্য হবে।

(২) এই অংশে বর্ণিত নীতিগুলো হবে বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র, আইন বানানোর সময় রাষ্ট্র এগুলো প্রয়োগ করবেন। এই সংবিধান ও দেশের অন্যান্য আইন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই নীতিগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এগুলো রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কাজকর্মের ভিত্তি হবে। তবে, এই নীতিগুলো বলবৎ করার জন্য আদালতে আবেদন করা যাবে না।

জাতীয়তাবাদ

৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি

১০। মানুষের উপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

১১। প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্র হবে এমন একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা হবে, এবং প্রশাসনের সব পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

১২। ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে

(ক) সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা বিলোপ করা হবে,

(খ) রাষ্ট্রের দ্বারা কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান করা হবে না,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার করতে দেয়া হবে না,

(ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, বিলোপ করা হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মালিকানার নীতি

১৩। জনগণ হবেন উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনব্যবস্থার মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারী এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বাংলাদেশে মালিকানা ব্যবস্থা হবে নিম্নরূপ :

(ক) *রাষ্ট্রীয় মালিকানা* : অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের মূল খাতগুলো নিয়ে সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

(খ) *সমবায়ী মালিকানা* : অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম-কানুনের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের পক্ষে সমবায়গুলোর মালিকানা; এবং

(গ) *ব্যক্তিগত মালিকানা* : অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম-কানুনের মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি

১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মূল দায়িত্ব হলো মেহনতী মানুষ—কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের মধ্যে পিছিয়ে পড়া অন্য গোষ্ঠীগুলোকে সব ধরনের শোষণ থেকে মুক্তি দেয়া।

মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মূল দায়িত্ব হলো পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে ধাপে ধাপে উৎপাদনশক্তির বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন করা, যাতে করে নাগরিকদের জন্য নিম্নোক্ত লক্ষ্যগুলো অর্জন নিশ্চিত করা যায়—

(ক) সবার জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা;

(খ) কাজের অধিকার অর্থাৎ কাজের গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে সবার জন্য কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার প্রদান করা;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশ যাপনের অধিকার প্রদান করা; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, রোগবালাই, পঙ্গুত্ব, বিধবা, এতিম, বার্ধক্যজনিত বা এরকম আয়ত্তের বাইরে অন্যান্য পরিস্থিতির কারণে অভাব-অনটনের ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব

১৬। শহরের ও গ্রামের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ধাপে ধাপে দূর করার উদ্দেশ্যে—

– কৃষি বিপ্লবের বিকাশ ঘটাতে হবে,

– গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে,

– কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে, এবং

– শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলের আমূল পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

১৭। (ক) রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব ছাত্রছাত্রীকে বেতনহীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) রাষ্ট্র সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং এই প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রকৃত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাসম্পন্ন নাগরিক তৈরির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা

১৮। (১) জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির স্তরের উন্নয়ন ঘটানোকে রাষ্ট্র তার অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করবে। বিশেষ করে চিকিৎসার প্রয়োজন বা আইনে বর্ণিত কোনো প্রয়োজন ছাড়া মদ, মাদক এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) পতিতাবৃত্তি ও জুয়াখেলা বন্ধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

১৮ক। রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে।

সুযোগের সমতা

১৯। (১) সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করবে।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ করার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য এবং রাষ্ট্রের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সব খাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে কর্ম

২০। (১) কর্ম হচ্ছে কর্মক্ষম সব নাগরিকের অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়। "প্রত্যেকের কাছ থেকে যোগ্যতা অনুযায়ী ও প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী"— এই নীতির ভিত্তিতে সকলেই তার নিজ কর্মের পারিশ্রমিক লাভ করবে।

(২) রাষ্ট্র এমন পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করবে যেখানে সাধারণ নীতি হবে যাতে কেউ উপার্জন না করেও কোনো আয় ভোগ করতে না পারে। রাষ্ট্র এমন পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করবে যে পরিবেশে নাগরিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক সব ধরনের শ্রম তাদের সৃষ্টিশীল প্রয়াস ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশে পরিণত হবে।

নাগরিকের কর্তব্য

২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য

২১। (২) সব সময় জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা রাষ্ট্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

স্বাধীন বিচার বিভাগ

২২। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের আওতা থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

জাতীয় সংস্কৃতি

২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রাষ্ট্র জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেন সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য অবদান রাখতে এবং তাতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করতে পারে।

উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি

২৩ক। রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন

২৪। বিশেষভাবে শৈল্পিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতি-নিদর্শন, বস্তু বা স্থানগুলোকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

২৫। আমাদের এই রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হবে নিম্নরূপ :

- অন্যান্য রাষ্ট্রের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা,
- অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা,
- আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করা,
- আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

উল্লিখিত নীতিগুলোর ভিত্তিতে রাষ্ট্র নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবে—

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ এড়িয়ে চলা এবং সাধারণ ও সার্বিক নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা করবে।

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ও তাদের পছন্দের পথ ও পন্থার মাধ্যমে বাধাহীনভাবে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে।

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তৃতীয় ভাগ
মৌলিক অধিকার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মৌলিক অধিকারবিরোধী আইন বাতিল

২৬। (১) এই অধ্যায়ের বিধানগুলোর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এমন সব প্রচলিত আইনের যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততটুকু বাতিল হয়ে যাবে।

(২) রাষ্ট্র এই অধ্যায়ে বর্ণিত কোনো বিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো আইন তৈরি করতে পারবে না। আর যদি তৈরি করে, তবে ওইসব আইনের যতখানি এই অধ্যায়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৩) ব্যতিক্রম হলো, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হবে না।

আইনের দৃষ্টিতে সমতা

২৭। সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সকলেই আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ইত্যাদির কারণে বৈষম্য

২৮। (১) ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য করতে পারবে না।

(২) নারীরা রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

(৩) শুধু ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো নাগরিকের ওপর কোনো প্রকার অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধাদান বা শর্ত আরোপ করা যাবে না।

শুধু ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিকের ওপর কোনো প্রকার অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধাদান বা শর্ত আরোপ করা যাবে না।

(৪) নারী ও শিশুদের জন্য উপকারী বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য রাষ্ট্র যদি কোনো বিশেষ আইন প্রণয়ন করে সেক্ষেত্রে উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদগুলো বাধা হিসেবে কাজ করবে না।

সরকারি নিয়োগ লাভে সমান সুযোগ

২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ থাকবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(২) শুধু ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না বা এসব ক্ষেত্রে তার প্রতি কোনো বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

(৩) তবে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত কাজগুলো করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হিসেবে কাজ করবে না—

(ক) নাগরিকদের মধ্যে যে-কোনো অনগ্রসর অংশ যেন রাষ্ট্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে এই উদ্দেশ্যে তাদের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করা যাবে।

(খ) কোনো ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানে তাদের নিজস্ব লোকদের নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে-কোনো আইন কার্যকর করা যাবে।

(গ) যে শ্রেণীর কাজের বিশেষ ধরনের জন্য তা নারী বা পুরুষের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত হয় এমন যে-কোনো শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা যাবে।

বিদেশী খেতাব

৩০। আগে থেকে রাষ্ট্রপতির অনুমতি না নিয়ে কোনো নাগরিক কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো উপাধি, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করতে পারবে না।

আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার

৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইন অনুযায়ী ও শুধু আইন অনুযায়ী ব্যবহারলাভ যে-কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এটি সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অন্যান্য ব্যক্তিরও অবিচ্ছেদ্য অধিকার। বিশেষ করে, আইন অনুসরণ ছাড়া এমন কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যাবে না যাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির কোনো ধরনের হানি ঘটে।

জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার

৩২। আইনে স্বীকৃত পন্থা ছাড়া জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

গ্রেপ্তার ও আটক বিষয়ে সীমা

৩৩। (১) কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে। কারণ না জানিয়ে তাকে আটকে রাখা যাবে না। ওই ব্যক্তিকে তাঁর মনোনীত আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ দিতে হবে যেন সে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(২) গ্রেপ্তারকৃত ও পাহারায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া এর বেশি সময় তাকে আটক রাখা যাবে না। (গ্রেপ্তারের স্থান থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আনতে যাতায়াত বাবদ যে সময়টুকু লাগে ততটুকু বাদ দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা হিসাব করতে হবে।)

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফায় বর্ণিত কোনো অধিকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না—

(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, বা

(খ) যাকে নিবর্তনমূলক আটক আইনের অধীনে গ্রেপ্তার বা আটক রাখা হয়েছে।

(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধানসম্পন্ন কোনো আইন কোনো ব্যক্তিকে ছয় মাসের বেশি সময় আটক রাখার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে না। ছয় মাস শেষ হওয়ার আগেই আটককৃত ব্যক্তিকে তিন সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদের সামনে হাজির করতে হবে। উপদেষ্টাদের সামনে তাকে তার নিজ বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে। তা শোনার পর যদি উপদেষ্টা পরিষদ রিপোর্ট প্রদান করেন যে আলোচ্য ব্যক্তিকে আরো বেশি সময় আটক রাখা দরকার তবেই তাকে ছয় মাসের বেশি সময় আটক রাখা যাবে।

তিনজনের উপদেষ্টা পরিষদের দুই জন হবেন এমন ব্যক্তি যারা সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান বিচারপতি বা অতীতে বিচারপতি ছিলেন বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন। তৃতীয়জন হবেন সরকারি কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারী।

(৫) নিবর্তনমূলক আইনের বিধানসম্পন্ন কোনো আইনের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে কর্তৃপক্ষ তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আটকের কারণ জানাবেন এবং এমন আটকের বিরুদ্ধে তাকে বক্তব্য প্রকাশের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুযোগ প্রদান করবেন।

তবে শর্ত হলো, আটকের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনার এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য ইত্যাদি প্রকাশ যদি জনস্বার্থবিরোধী বলে মনে হয়, তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা প্রকাশে অস্বীকৃতি জানাতে পারবেন।

(৬) উপরে (৪) নম্বর দফায় বর্ণিত উপদেষ্টা পরিষদের তদন্তের জন্য কী ধরনের নিয়মকানুন বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তা সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করে দিতে পারবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জোরজবরদস্তির শ্রম নিষিদ্ধ

৩৪। (১) সব ধরনের জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ এবং এই বিধান লঙ্ঘন করা হলে তা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

(২) উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা সব ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। বিশেষ দুটি ব্যতিক্রম হলো—

(ক) যে ব্যক্তি ফৌজদারি অপরাধের জন্য আইন অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করছেন তাকে দিয়ে বাধ্যতামূলক শ্রমের কাজ করানো যাবে;

(খ) জনগণের উপকারের জন্য প্রয়োজন এবং আইনের দ্বারা আবশ্যক এমন কোনো কাজও কাউকে দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে করানো যাবে।

বিচার ও শাস্তি প্রদানের নীতি

৩৫। (১) প্রচলিত আইনে অপরাধ হিসেবে ঘোষিত নয় এমন কোনো কাজ করার কারণে কোনো ব্যক্তিকে অপরাধের দোষে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। অপরাধটি করার সময়ে ওই সময়ের আইন অনুসারে যে পরিমাণ শাস্তি বা দণ্ড দেয়া যেত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এর চেয়ে বেশি বা এর থেকে ভিন্ন ধরনের শাস্তি বা দণ্ড দেয়া যাবে না।

(২) একটি অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে শুধু একবারই বিচার করা যাবে এবং একবারই শাস্তি/দণ্ড প্রদান করা যাবে।

(৩) ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার হলো আইন অনুসারে গঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে বিচার লাভ। প্রকাশ্য আদালতে দ্রুত বিচার লাভ করাও অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার।

(৪) কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

(৫) কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না। কাউকে নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর শাস্তি দেয়া যাবে না বা কারো সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না।

(৬) প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রদত্ত কোনো শাস্তি বা বিচার পদ্ধতি সম্পর্কিত কোনো বিধানের প্রয়োগের বেলায় এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) নম্বর দফার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চলাফেরার স্বাধীনতা

৩৬। প্রত্যেক নাগরিকের বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা করার অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের দেশের যে-কোনো স্থানে বসবাস বা বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

তবে শর্ত হলো, জনস্বার্থে এসব অধিকারের ওপর আইনের দ্বারা প্রদত্ত ও যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে।

মিটিং-মিছিলের/জনসভার স্বাধীনতা

৩৭। প্রত্যেক নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার রয়েছে।

তবে শর্ত হলো, জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে এসব অধিকারের ওপর আইন অনুসারে প্রযোজ্য যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে।

সমিতি/সংগঠনের স্বাধীনতা

৩৮। প্রত্যেক নাগরিকের সমিতি বা সংঘ গঠন করার অধিকার আছে।

তবে শর্ত হলো, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা রক্ষার স্বার্থে এসব স্বাধীনতার ওপর আইন অনুসারে যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে।

তবে, কোনো ব্যক্তির এরকম সমিতি বা সংঘ গঠন করার বা এর সদস্য হওয়ার অধিকার থাকবে না, যদি—

(ক) এটি নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) এটি ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(গ) এটি রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে বা অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা

(ঘ) এর গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থি হয়।

চিন্তার, বিবেকের এবং বলার স্বাধীনতা

৩৯। (১) প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো।

(২) (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বলার ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তবে শর্ত হলো, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা, নৈতিকতা রক্ষার স্বার্থে বা আদালত অবমাননা, মানহানি বা কোনো অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা দিতে পারে এসব ক্ষেত্রে উক্ত অধিকারগুলোর ওপর আইন অনুসারে যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে।

(খ) সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো।

তবে শর্ত হলো, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা, নৈতিকতা রক্ষার স্বার্থে বা আদালত অবমাননা, মানহানি বা কোনো অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা দিতে পারে এসব ক্ষেত্রে উক্ত অধিকারগুলোর ওপর আইন অনুসারে যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে।

পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা

৪০। প্রত্যেক নাগরিকের যে-কোনো আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের বা ব্যবসা পরিচালনার অধিকার রয়েছে।

তবে শর্ত হলো, যদি কোনো আইনে সংশ্লিষ্ট পেশা, বৃত্তি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো যোগ্যতা অর্জনকে পূর্বশর্ত হিসেবে স্থির করে থাকে, সেক্ষেত্রে সেসব যোগ্যতা আগে অর্জন করতে হবে।

আরো শর্ত হলো, পেশা, বৃত্তি বা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আইন অনুসারে বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

৪১। (১) (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে-কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে।

তবে শর্ত হলো, এসব অধিকার চর্চা করতে গিয়ে আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতাবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে।

তবে শর্ত হলো, এসব অধিকার চর্চা করতে গিয়ে আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতাবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

(২) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তিকে নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের শিক্ষাগ্রহণ, কোনো অনুষ্ঠানে বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করতে বাধ্য করা যাবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্পত্তির অধিকার

৪২। (১) প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্য কোনো পন্থায় সম্পত্তি বিলিবণ্টনের অধিকার রয়েছে। আইন অনুসরণ ব্যতীত কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল করা যাবে না।

তবে শর্ত হলো, এসব অধিকারের ওপর আইন অনুসারে যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফার অধীনে প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি আইন অনুসারে নির্দিষ্ট করা হবে।

তবে শর্ত হলো, প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হয়েছে এই অভিযোগে সেই আইন সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

গৃহ ও যোগাযোগের সংরক্ষণ

৪৩। (ক) প্রবেশ, তল্লাশি ও আটকের হাত থেকে নিজ গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে।

তবে শর্ত হলো, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে এসব অধিকারের ওপর আইন অনুসারে যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে।

(খ) প্রত্যেক নাগরিকের চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে।

তবে শর্ত হলো, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে এসব অধিকারের ওপর আইন অনুসারে যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে।

মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ

৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারগুলো বলবৎ/প্রয়োগ করার জন্য এই সংবিধানের ১০২ নম্বর অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফা অনুযায়ী হাইকোর্টে মামলা করার অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো।

(২) এই সংবিধানের ১০২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগের যে ক্ষমতা আছে তাতে হস্তক্ষেপ না করে সংসদ ইচ্ছা করলে অন্য কোনো আদালতকে আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে উক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে-কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি দিতে পারবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শৃঙ্খলামূলক আইনের বেলায় ব্যতিক্রম

৪৫। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের জন্য যেসব আইন প্রণীত হয় সেগুলোর উদ্দেশ্য হলো উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্য পালন ও উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করা। ফলে, ওইসব আইনের বেলায় এই ভাগে বর্ণিত কোনো অধিকার প্রযোজ্য হবে না।

দায়মুক্তি প্রদানের ক্ষমতা

৪৬। এই ভাগে এর আগে যেসব বিধানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্য যে-কোনো ব্যক্তি যদি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে বা দেশের সীমানার মধ্যে কোনো অঞ্চলে শৃঙ্খলা রক্ষা বা শৃঙ্খলা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোনো কাজ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে সংসদ আইনের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দায়মুক্ত/নির্দোষ ঘোষণা করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রদত্ত কোনো দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে বা অন্য কোনো কাজকে বৈধ ঘোষণা করতে পারবেন।

কয়েকটি আইনের হেফাজত

৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে-কোনো বিষয়ের বিধান সংবলিত কোনো আইনে সংসদ ইচ্ছা করলে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে পারেন যে এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলোর কোনো একটিকে কার্যকর করার জন্য এরকম বিধান করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়তাসহকারে প্রদত্ত কোনো অধিকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, বা কোনো অধিকার হরণ বা খর্ব করছে এই কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে না :

(ক) কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়িভাবে কোনো সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা;

(খ) বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ;

(গ) অনুরূপ যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে-কোনো প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে আংশিক বা পুরোপুরি বাদ দিয়ে সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোনো সংস্থা দ্বারা যে-কোনো কারবার, ব্যবসা, শিল্প বা কর্মবিভাগ পরিচালনা; অথবা

(চ) যে-কোনো সম্পত্তির স্বত্ব বা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসাসংক্রান্ত যে-কোনো অধিকার বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো বাণিজ্যিক বা শিল্প উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।

(২) এই সংবিধানে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনগুলো (সংশোধনীসহ) পুরোপুরি বলবৎ ও কার্যকর থাকবে। এরকম যে-কোনো আইনের কোনো বিধান অনুসারে, বা ওই আইনের কর্তৃত্বে যা করা হয়েছে বা হয়নি তা এই সংবিধানের কোনো বিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা পরিপন্থি এই অভিযোগ তুলে বাতিল বা বেআইনি গণ্য করা যাবে না।

তবে শর্ত হলো, এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই এরকম কোনো আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করবে না।

(৩) এই সংবিধানে যা-ই বলা হয়ে থাকুক না কেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আটক ও বিচার এ সংবিধানের পরিপন্থি বলে গণ্য হবে না। অপরাধগুলো হলো :

- গণহত্যাজনিত অপরাধ,
- মানবতাবিরোধী অপরাধ
- যুদ্ধাপরাধ এবং
- আন্তর্জাতিক আইনে বর্ণিত অন্যান্য অপরাধ।

উল্লিখিত অপরাধগুলো সংঘটনের অপরাধে অভিযুক্ত কোনো সশস্ত্র, প্রতিরক্ষা বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি বা সংগঠন বা কোনো যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারি বিচারের জন্য সোপর্দ বা শাস্তি দেয়ার কোনো বিধান সম্বলিত কোনো আইন বা বিধান এই সংবিধানের কোনো বিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা পরিপন্থি এই অভিযোগ তুলে তা বাতিল বা বেআইনি গণ্য করা যাবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংবিধানের **কিছু বিধান যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না**

৪৭ক। (১) যে-ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের (৩) নম্বর দফায় বর্ণিত কোনো আইন প্রযোজ্য হয় সে-ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১, ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) নম্বর দফা এবং ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চয়তাসহ প্রদত্ত অধিকারগুলো প্রযোজ্য হবে না।

(২) এই সংবিধানে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও যে-ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংবিধানের ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের (৩) নম্বর দফায় বর্ণিত কোনো আইন প্রযোজ্য হয়, সে-ব্যক্তি সংবিধানের অধীনে প্রদত্ত কোনো প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করতে পারবেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চতুর্থ ভাগ

নির্বাহী বিভাগ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১ম পরিচ্ছেদ
রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি

৪৮। (১) বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

(২) রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি অন্য সব ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর ওপর প্রদত্ত ও অর্পিত সব ক্ষমতার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করবেন এই সংবিধান ও এই উদ্দেশ্যে প্রণীত অন্য কোনো আইন অনুযায়ী।

(৩) ৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদের (৩) নম্বর দফা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ নম্বর অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

তবে শর্ত হলো, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোনো পরামর্শ দিয়েছেন কিনা এবং দিয়ে থাকলেও কী পরামর্শ দিয়েছেন, কোনো আদালত এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নের তদন্ত করতে পারবেন না।

(৪) কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য ঘোষিত হবেন যদি—

(ক) তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের কম হয়; বা

(খ) তাঁর সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা না থাকে; বা

(গ) তিনি আগে কখনো এই সংবিধানের অভিশংসন নিয়ম অনুসারে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন।

(৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতির বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখবেন। রাষ্ট্রপতি যদি অনুরোধ করেন তাহলে প্রধানমন্ত্রী যে-কোনো বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ক্ষমার অধিকার

৪৯। যে-কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত যে-কোনো দণ্ড বা শাস্তির মার্জনা, বিলম্ব, বিরাম, মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ

৫০। (১) এই সংবিধানের নিয়মকানুন সাপেক্ষে দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নিজ পদে বহাল থাকবেন।

তবে শর্ত হলো, রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তাঁর উত্তরাধিকারী দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি নিজ পদে বহাল থাকবেন।

(২) পরপর হোক বা না হোক কোনো ব্যক্তিই দুই মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না।

(৩) রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে চাইলে এই মর্মে নিজের স্বাক্ষরসহ স্পিকারের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখতে হবে।

(৪) রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালনকালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন না। কোনো সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে।

রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি

৫১। (১) ৫২ নম্বর অনুচ্ছেদের কোনো হানি না ঘটিয়ে বিধান করা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বা দায়িত্ব বিবেচনায় কোনো কাজ করে থাকলে বা না করে থাকলে সেজন্য তাঁকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে যে-কোনো ব্যক্তির যে অধিকার রয়েছে তা ক্ষুণ্ন করবে না।

(২) রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি কার্যক্রম দায়ের বা চালু করা যাবে না। তাঁকে গ্রেপ্তার বা কারাবন্দী করার জন্য কোনো আদালত থেকে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির বিচার

৫২। (১) সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতির বিচার (অভিশংসন) করা যাবে। এর জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষর লাগবে। স্বাক্ষরসহ অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিস স্পিকারকে দিতে হবে। স্পিকারের কাছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নোটিস দেয়ার দিন থেকে চৌদ্দ দিনের আগে বা ত্রিশ দিনের পরে এই প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করা যাবে না। এরকম সময়ে সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ দ্বারা নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের কাছে সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করতে পারবেন।

(৩) অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার বা তাঁর প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার থাকবে।

(৪) অভিযোগ বিবেচনার পর সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ ঘোষণাপূর্বক সংসদে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

(৫) এই সংবিধানের ৫৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে স্পিকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের সময় এই অনুচ্ছেদের বিধানগুলো কিছুটা পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হবে। যেমন :

এই অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফায় স্পিকারের উল্লেখ ডেপুটি স্পিকারের উল্লেখ বলে গণ্য হবে। (৪) নম্বর দফায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার উল্লেখ স্পিকারের পদ শূন্য হওয়ার উল্লেখ বলে গণ্য হবে। (৪) নম্বর দফায় বর্ণিত কোনো প্রস্তাব গৃহীত হলে স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকবেন।

অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ

৫৩। (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যাবে। এজন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিস স্পিকারের কাছে পাঠাতে হবে।

(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে নোটিস পাওয়ামাত্র স্পিকার সংসদের অধিবেশন আহ্বান করবেন এবং একটি মেডিকেল বোর্ড গঠনের প্রস্তাব আহ্বান করবেন। প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হওয়ার পর স্পিকার তৎক্ষণাৎ ওই নোটিসের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে স্পিকার এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করবেন যে অনুরোধের দশ দিনের মধ্যে যেন রাষ্ট্রপতি পরীক্ষার জন্য মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিস স্পিকারকে দেয়ার পর থেকে চৌদ্দ দিনের আগে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া যাবে না। উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য আবারও প্রয়োজন হলে স্পিকার সংসদ আহ্বান করবেন।

(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হওয়ার সময় রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার এবং প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার থাকবে।

(৫) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের আগে রাষ্ট্রপতি মেডিকেল বোর্ড দ্বারা পরীক্ষার জন্য উপস্থিত না হয়ে থাকলে প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া যাবে। সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তা গৃহীত হলে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

(৬) অপসারণ প্রস্তাবটি সংসদে ওঠার আগে রাষ্ট্রপতি মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হয়ে থাকলে সংসদের কাছে বোর্ডের মতামত পেশ করার সুযোগ না দেয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া যাবে না।

(৭) সংসদের প্রস্তাব ও মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে পরীক্ষার সাত দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে, দাখিল না করলে রিপোর্টটি বিবেচনার দরকার হবে না।

সংসদ দ্বারা প্রস্তাবটি ও মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট বিবেচনার পর সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে গৃহীত হওয়ার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

অনুপস্থিতি ও অন্যান্য সময়ে রাষ্ট্রপতি পদে স্পিকার

৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে সামর্থ্যহীন হলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা তিনি পুনরায় নিজ দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

২য় পরিচ্ছেদ
প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

মন্ত্রিসভা

৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নিজে ও বিভিন্ন সময়ে তিনি যেমন স্থির করবেন সে রকম অন্যান্য মন্ত্রী নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে।

(২) প্রধানমন্ত্রী দ্বারা এবং তাঁর কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার চর্চা করা হবে।

(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়ী থাকবে।

(৪) সরকারের সব নির্বাহী কার্যক্রম রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে।

(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কীভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হবে তা রাষ্ট্রপতি বিধিবিধান দ্বারা নির্ধারণ করবেন। এভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোনো আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয়নি এই অভিযোগে এর বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারি কাজকর্ম বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিবিধান প্রণয়ন করবেন।

মন্ত্রী

৫৬। (১) দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকবেন।

(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদেরকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রদান করবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তবে শর্ত হলো, মন্ত্রীদের মোট সংখ্যার কমপক্ষে নয়-দশমাংশ সাংসদদের মধ্য থেকে নিযুক্ত করতে হবে। অনধিক এক-দশমাংশ সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মনোনীত করা যাবে।

(৩) যে সাংসদ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির কাছে মনে হয় তাঁকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিবেন।

(৪) সংসদ ভেঙে যাওয়া এবং সাংসদদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) নম্বর দফার অধীনে নিয়োগ প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভেঙে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে যারা সাংসদ ছিলেন এই দফার উদ্দেশ্য পূরণার্থে তাঁরা সংসদ সদস্য হিসেবে বহাল আছেন বলে গণ্য হবেন।

প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ

৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হবে যদি–

(ক) তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন; বা

(খ) তাঁর সংসদ সদস্যপদ না থাকে।

(২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন; বা এক্ষেত্রে সংসদ ভেঙে দেয়ার জন্য তিনি লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করবেন। এরকম পরামর্শ পাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন কোনো সাংসদ নেই তাহলে তিনি সংসদ ভেঙে দিবেন।

(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর নিজ পদে বহাল থাকতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই বাধা হিসেবে কাজ করবে না।

মন্ত্রীদের পদের মেয়াদ

৫৮। (১) প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মন্ত্রীর পদ শূন্য হবে, যদি—

(ক) তিনি রাষ্ট্রপতিকে পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন;

(খ) তাঁর সংসদ সদস্য পদ না থাকে। তবে ৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফার শর্তের অধীনে মনোনীত মন্ত্রীর ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়;

(গ) এই অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফা অনুসারে রাষ্ট্রপতি অনুরূপ নির্দেশ দান করেন; অথবা

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের (৪) নম্বর দফায় যে রকম বিধান করা হয়েছে তা কার্যকর হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(২) প্রধানমন্ত্রী যে-কোনো সময় কোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ওই অনুরোধ পালনে ব্যর্থ হলে প্রধানমন্ত্রী তখন রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগ বাতিলের পরামর্শ দিতে পারবেন।

(৩) সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় যে-কোনো সময়ে কোনো মন্ত্রীকে নিজ পদে বহাল থাকতে এই অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফার (ক), (খ) ও (ঘ) নম্বর উপ-দফার কোনো কিছুই অযোগ্য করবে না।

(৪) প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা নিজ পদে বহাল না থাকলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকে পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবে। তবে এই পরিচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে তাঁদের উত্তরাধিকারীরা দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁরা নিজ নিজ পদে বহাল থাকবেন।

(৫) এই অনুচ্ছেদে 'মন্ত্রী' বলতে 'প্রতিমন্ত্রী' ও 'উপ-মন্ত্রী' অন্তর্ভুক্ত বুঝাবে।

২ক। পরিচ্ছেদ
নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকার

[এই পরিচ্ছেদটি সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১৪ নং আইন)-এর ধারাবলে বিলুপ্ত/বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৩য় পরিচ্ছেদ
স্থানীয় শাসন

স্থানীয় শাসন

৫৯। (১) প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককের বা ইউনিটের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে আইন অনুসারে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর।

(২) সংবিধান ও অন্য কোনো আইন অনুসারে সংসদ যে রকম স্থির করবেন এই অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফায় উল্লিখিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সেই দায়িত্ব পালন করবেন। উল্লেখ্য যে, অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত রাখা যাবে—

(ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কাজকর্ম;

(খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;

(গ) জনসাধারণের কাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

৬০। সংবিধানের ৫৯ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধানগুলোকে পূর্ণ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা ওই অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুত করা ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৪র্থ পরিচ্ছেদ
প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ

সর্বাধিনায়ক

৬১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগগুলোর সর্বাধিনায়কতা (সুপ্রীম কমান্ড) রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং আইনের দ্বারা এর প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে।

প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি

৬২। (১) সংসদ আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করবে :

(ক) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগগুলো ও উক্ত কর্মবিভাগগুলোর সংরক্ষিত অংশগুলোর গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) উক্ত কর্মবিভাগগুলোতে কমিশন মঞ্জুরি;

(গ) প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর প্রধানদের নিয়োগদান, তাঁদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ; এবং

(ঘ) উক্ত কর্মবিভাগগুলো ও সংরক্ষিত অংশগুলো সংক্রান্ত শৃঙ্খলামূলক ও অন্যান্য বিষয়।

(২) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফায় বর্ণিত বিষয়গুলোর জন্য বিধান প্রণয়ন না করা পর্যন্ত এদের মধ্যে যেসব বিষয় প্রচলিত আইনের অধীন নয় রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে সেসব বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করতে পারবেন।

যুদ্ধ

৬৩। (১) সংসদের সম্মতি ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না বা প্রজাতন্ত্র কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৫ম পরিচ্ছেদ
অ্যাটর্নি জেনারেল

অ্যাটর্নি জেনারেল

৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য এমন কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ প্রদান করবেন।

(২) অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি দ্বারা প্রদত্ত সব দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সব আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশের অধিকার থাকবে।

(৪) যতক্ষণ রাষ্ট্রপতি তাঁর কাজকর্মে সন্তুষ্ট ততদিন পর্যন্ত অ্যাটর্নি জেনারেল নিজ পদে বহাল থাকবেন। অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পঞ্চম ভাগ

আইনসভা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১ম পরিচ্ছেদ
সংসদ

সংসদ প্রতিষ্ঠা

৬৫। (১) 'জাতীয় সংসদ' নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকবে। এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

তবে শর্ত হলো, সংসদের আইন দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকারিতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা যাবে।

(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন অনুযায়ী নির্বাচিত তিনশো সদস্য এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) নম্বর দফা কার্যকর থাকাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদেরকে নিয়ে সংসদ গঠিত হবে। সদস্যগণ 'সংসদ সদস্য' বলে অভিহিত হবেন।

[১][(৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ কার্যকর হলে বর্তমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে শুরু করে পঁচিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত [২][পঞ্চাশটি আসন] কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তাঁরা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোনো কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত কোনো আসনে কোনো মহিলার নির্বাচনে বাধা হিসেবে কাজ করবে না।

---

১. *সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৯নং আইন)-এর ২ ধারাবলে (৩) দফা প্রতিস্থাপিত।*

২. *১৯৭২-এ ছিল ১৫টি, ১৯৭৯-এ ৩০টি, ১৯৯০-এ ৩০টি (শুধু মেয়াদ বৃদ্ধি), ২০০৪-এ ৪৫টি ও ২০১১-তে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০টি করা হয়। ২০১৮-এ সপ্তদশ সংশোধনী দ্বারা আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি, শুধু মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে ওই সময়ে চলমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিনশো সদস্য এবং (৩) নম্বর দফায় বর্ণিত পঞ্চাশজন মহিলা সদস্য নিয়ে সংসদ গঠিত হবে।

(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকবে।

সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৬৬। (১) কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হলে এবং তাঁর বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হলে এই অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এবং সংসদ সদস্য থাকবার যোগ্য হবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এবং সংসদ সদস্য থাকবার যোগ্য হবেন না, যদি—

(ক) কোনো উপযুক্ত আদালত তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ/পাগল বলে ঘোষণা করেন;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় থেকে অব্যাহতি লাভ না করে থাকেন;

(গ) তিনি কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন বা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁর মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকে।

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আইনের অধীন কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন;

(চ) আইনের দ্বারা অনুমোদিত এমন পদ ছাড়া তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে নিয়োজিত থাকেন; অথবা

(ছ) তিনি কোনো আইনের দ্বারা এরকম নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

২ক। এই অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফার (গ) নম্বর উপ-দফাতে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি—

(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করলে; কিংবা

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে—

এই অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন বলে গণ্য হবেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(৩) এই অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হওয়ার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে নিয়োজিত বলে গণ্য হবেন না।

(৪) কোনো সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হয়েছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে কি না, সে-সম্পর্কে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে এবং এসব ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) নম্বর দফার বিধানগুলো যাতে পূর্ণ কার্যকারিতা লাভ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

সংসদের আসন শূন্য হওয়া

৬৭। (১) কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে, যদি—

(ক) নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা পাঠ করতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে ব্যর্থ হন;
তবে শর্ত হলো, উল্লিখিত সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার আগে স্পিকার যথার্থ কারণ দেখিয়ে সময় বাড়াতে পারবেন;

(খ) সংসদের অনুমতি না নিয়ে তিনি একাধারে নব্বইটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন;

(গ) সংসদ ভেঙে যায়;

(ঘ) তিনি সংবিধানের ৬৬ নম্বর অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফার অধীনে অযোগ্য হয়ে যান; বা

(ঙ) সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

(২) কোনো সংসদ সদস্য স্পিকারের কাছে স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি দিয়ে পদত্যাগ করতে পারবেন। স্পিকার বা কোনো কারণে স্পিকারের পদ শূন্য থাকলে ডেপুটি স্পিকার যখন উক্ত চিঠি হাতে পাবেন তখন থেকেই উক্ত সদস্যের পদ শূন্য হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংসদ সদস্যদের বেতন

৬৮। সংসদের আইন দ্বারা বা আইন না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা যে-রকম নির্ধারণ করবেন সংসদ সদস্যগণ সে-রকম বেতন, ভাতা ও বিশেষ অধিকার লাভ করবেন।

শপথের আগে আসন গ্রহণ বা ভোট দিলে জরিমানা

৬৯। শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করার এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেয়ার আগে কিংবা তিনি সাংসদ হওয়ার যোগ্য নন বা অযোগ্য হয়েছেন তা জেনেও সাংসদ হিসেবে আসনগ্রহণ বা ভোট প্রদান করলে তিনি প্রতিদিনের এ-রকম কাজের জন্য প্রজাতন্ত্রের কাছে দেনা হিসেবে আদায়যোগ্য এক হাজার টাকা করে জরিমানার যোগ্য হবেন।

পদত্যাগ ও আসন শূন্য

৭০। নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে পরে দুটি কারণে তাঁর আসন শূন্য ঘোষিত হতে পারে।

(ক) প্রথমত : তিনি যদি ওই দল থেকে পদত্যাগ করেন তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হয়ে যাবে।

(খ) দ্বিতীয়ত : তিনি যদি সংসদে ওই দলের বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হয়ে যাবে।

তবে এ কারণে তিনি পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য হবেন না।

দ্বৈত সদস্যতা

৭১। (১) কোনো ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য হতে পারবেন না। তবে,

(২) কোনো ব্যক্তির একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে উপর্যুক্ত (১) নম্বর দফা বাধা হিসেবে কাজ করবে না; যদি তিনি একাধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হন তাহলে—

(ক) তাঁর সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করতে ইচ্ছুক তা জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা দিবেন। ফলে তিনি অন্য যেসব এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেসব এলাকার আসনগুলো শূন্য ঘোষিত হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(খ) উক্ত (ক) নম্বর উপ-দফা না মানলে তিনি যেসব আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেসব আসন শূন্য হয়ে যাবে।

(গ) উল্লিখিত বিধানগুলো যতটুকু প্রযোজ্য ততটুকু পালন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করতে পারবেন না।

সংসদের অধিবেশন

৭২। (১) সরকারি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান করতে পারবেন, স্থগিত করতে পারবেন ও ভঙ্গ করতে পারবেন। সংসদ আহ্বানের সময় রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন।

তবে শর্ত হলো যে, ১২৩ নম্বর অনুচ্ছেদের (৩) নম্বর দফার (ক) নম্বর উপ-দফায় বর্ণিত নব্বই দিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না।

আরো শর্ত হলো, এই দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফায় বর্ণিত বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ সদস্যদের যে-কোনো সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদের বৈঠক আহ্বান করা হবে।

(৩) রাষ্ট্রপতি আগেই ভেঙে না দিয়ে থাকলে প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গেলে সংসদ ভেঙে যাবে।

তবে শর্ত হলো, রাষ্ট্র যদি যুদ্ধে লিপ্ত থাকে সেক্ষেত্রে সংসদের আইন দ্বারা নির্ণীত মেয়াদ এককালীন অনধিক এক বছর বাড়ানো যাবে। তবে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পরে বর্ধিত মেয়াদ কোনোভাবেই ছয় মাসের বেশি হতে পারবে না।

(৪) সংসদ ভেঙে যাওয়ার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কারণে ভেঙে দেয়া সংসদই পুনরায় আহ্বান করা দরকার সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তা করতে পারবেন।

(৫) সংসদের বৈঠক অনুষ্ঠানের সময় ও স্থান নির্ধারণ করা হবে এই অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফা অনুসারে কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা বা সংসদ অন্য যেভাবে নির্ধারণ করে দেয় সেই অনুসারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী

৭৩। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দিতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি সংসদে বাণী পাঠাতে পারবেন।

(২) সংসদ সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের শুরুতে এবং প্রতিবছরের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ প্রদান করবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর বা তাঁর প্রেরিত বাণী পাওয়ার পর সংসদ উক্ত ভাষণ বা বাণী সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

সংসদ ও মন্ত্রীদের অধিকার

৭৩ক। (১) প্রত্যেক মন্ত্রীর সংসদে বক্তৃতা দেয়ার ও অন্যান্যভাবে সংসদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। তবে মন্ত্রী যদি সংসদ সদস্য না হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে তিনি ভোট দিতে পারবেন না। অবশ্য তিনি তাঁর মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে পারবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদে 'মন্ত্রী' শব্দে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার

৭৪। (১) সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সাংসদদের মধ্য থেকে সংসদ একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করবে। এই দুটি পদের যে-কোনোটি শূন্য হলে সাতদিনের মধ্যে শূন্যপদ পূরণ করার জন্য সাংসদদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করতে হবে। যদি এমন হয় যে পদটি শূন্য হওয়ার সময় সংসদ বৈঠক ছিল না, সেক্ষেত্রে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

(২) স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের পদ শূন্য ধরা হবে, যদি

(ক) তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন;

(খ) তিনি মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন;

(গ) তাঁর অপসারণের দাবিতে মোট সাংসদদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত কোনো প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হয়।

তবে শর্ত হলো, এরকম প্রস্তাব উত্থাপনের ইচ্ছা জানিয়ে কমপক্ষে চৌদ্দ দিনের অগ্রিম নোটিশ দিতে হবে।

(ঘ) তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে তাঁর পদ ত্যাগ করেন;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(ঙ) কোনো সাধারণ নির্বাচনের পর অন্য কোনো সদস্য তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন;

(চ) অথবা ডেপুটি স্পিকারের বেলায়, তিনি স্পিকারের পদে যোগদান করলে।

(৩) স্পিকারের পদ শূন্য হলে বা তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বরত থাকলে বা অন্য কোনো কারণে তিনি নিজ দায়িত্ব পালনে অসমর্থ এই সিদ্ধান্তে সংসদ উপনীত হলে স্পিকারের সব দায়িত্ব ডেপুটি স্পিকার পালন করবেন।

ডেপুটি স্পিকারের পদও যদি শূন্য হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী কোনো সাংসদ এই দায়িত্ব পালন করবেন।

সংসদের কোনো বৈঠকে স্পিকার অনুপস্থিত থাকলে ডেপুটি স্পিকার এই দায়িত্ব পালন করবেন।

সংসদের কোনো বৈঠকে ডেপুটি স্পিকারও অনুপস্থিত থাকলে সেক্ষেত্রে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী কোনো সাংসদ স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৪) সংসদের কোনো বৈঠকে স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের জন্য কোনো প্রস্তাব বিবেচনাকালে স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার বৈঠকে উপস্থিত থাকলেও সভাপতিত্ব করতে পারবেন না। এরকম প্রত্যেক বৈঠকের ক্ষেত্রে উপরোক্ত (৩) নম্বর দফায় বর্ণিত নিয়মকানুন প্রযোজ্য হবে।

(৫) স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের অপসারণের জন্য কোনো প্রস্তাব সংসদে বিবেচনাকালে ক্ষেত্রমতো তাঁরা সংসদে কথা বলার বা সংসদের কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে তিনি কেবল সাধারণ একজন সদস্য হিসেবে ভোট দিতে পারবেন।

(৬) এই অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফায় যা বলা আছে তা সত্ত্বেও ক্ষেত্রমতো স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার তাঁর উত্তরাধিকার দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিজ পদে বহাল আছেন বলে গণ্য হবে।

কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম

৭৫। (১) এই সংবিধান সাপেক্ষে—

(ক) সংসদের প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা সংসদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হবে। বর্ণিত বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি যে বিধি প্রণয়ন করবেন সেই অনুসারে সংসদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হবে;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(খ) সংসদে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। যদি এমন হয় যে-কোনো প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে সমান সমান ভোট পড়েছে—শুধু এ-রকম ক্ষেত্র ছাড়া সভাপতি ভোট প্রদান করবেন না এবং এ-রকম ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক বা কাস্টিং ভোট দিবেন।

(গ) সংসদের কোনো সদস্যপদ শূন্য আছে, শুধু এই কারণে বা সংসদে উপস্থিত হওয়ার বা ভোট দেয়ার বা অন্য কোনো উপায়ে সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি এ-রকম কাজ করেছেন, শুধু এই কারণে সংসদের কোনো কাজ অবৈধ হয়ে যাবে না।

(২) সংসদের বৈঠক চলাকালে উপস্থিত সাংসদের সংখ্যা ষাটজনের কম এই মর্মে যদি কেউ সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, সেক্ষেত্রে তিনি কমপক্ষে ষাটজন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত বা মুলতবি করবেন।

স্থায়ী কমিটি

৭৬। (১) সাংসদদের মধ্য থেকে সদস্য নিয়ে সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিগুলো নিয়োগ করবেন—

(ক) সরকারি হিসাব কমিটি;

(খ) বিশেষ অধিকার কমিটি, এবং

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফায় বর্ণিত কমিটিগুলোর অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবেন। এভাবে নিযুক্ত কোনো কমিটি এই সংবিধান ও অন্যান্য আইন সাপেক্ষে—

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারবেন।

(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা করতে পারবেন, এবং এরকম বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারবেন।

(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে জানালে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কাজ বা প্রশাসন সম্পর্কে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যে কোনো মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের এবং প্রশ্নের মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে-কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(৩) (ক) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীনে নিযুক্ত কমিটিগুলোকে সাক্ষীদের হাজিরা নিশ্চিত করার এবং শপথ ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ের অধীন করে তাঁদের সাক্ষাৎ গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন।

(খ) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীনে নিযুক্ত কমিটিগুলোকে দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন।

ন্যায়পাল

৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করতে পারবেন।

(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোনো—

–মন্ত্রণালয়,
–সরকারি কর্মচারী, বা
–সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যে-কোনো কাজ সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যে ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রদান করবে ন্যায়পাল সেই ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে।

(৩) ন্যায়পাল তাঁর দায়িত্বপালন সম্পর্কে বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন করবে। এই রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হবে।

সংসদ ও সাংসদদের দায়মুক্তি ও বিশেষ অধিকার

৭৮। (১) সংসদের কার্যক্রমের বৈধতার বিষয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

(২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর ওপর সংসদের কার্যপ্রণালীর নিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা থাকবে তিনি সেই ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে কোনো আদালতের এখতিয়ারের অধীন হবেন না।

(৩) সংসদে বা সংসদের কোনো কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট প্রদানের জন্য কোনো সাংসদের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।

(৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোনো রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।

(৫) এই অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে সংসদের আইন দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিগুলোর এবং সাংসদদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা যাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংসদ সচিবালয়

৭৯। (১) সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকবে।

(২) সংসদ সচিবালয়ের কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্ত সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করতে পারবেন।

(৩) সংসদ দ্বারা বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সংসদ সচিবালয়ের কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্ত নির্ধারণ করে বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন। এভাবে প্রণীত বিধিগুলো যে-কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

২য় পরিচ্ছেদ

আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

৮০। (১) আইন বানানোর উদ্দেশ্যে সংসদে যেসব প্রস্তাব তোলা হয় এমন প্রত্যেকটি প্রস্তাবকে 'বিল' আকারে সংসদে উত্থাপন করতে হবে।

(২) সংসদে কোনো বিল গৃহীত হলে পরে সম্মতি লাভের জন্য এটি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে হবে।

(৩) রাষ্ট্রপতির কাছে কোনো বিল পেশ করার পর পনেরো দিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করবেন।

তবে অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে বিলটি এর কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার জন্য বা বিলটিতে রাষ্ট্রপতির নির্দেশিত কোনো সংশোধনীর বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়ে একটি বার্তাসহ বিলটি রাষ্ট্রপতি সংসদে ফেরত পাঠাতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি এমনটি করতে অসমর্থ হলে বর্ণিত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতি প্রদান করেছেন বলে ধরে নেয়া হবে।

(৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তা পুনর্বিবেচনা করবেন; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ছাড়া সংসদ আবার বিলটি গ্রহণ করলে সম্মতির জন্য তা রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত হবে। এভাবে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতি প্রদান করবেন; রাষ্ট্রপতি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতি প্রদান করেছেন বলে গণ্য হবে।

(৫) সংসদে গৃহীত কোনো বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে বা তিনি সম্মতি দিয়েছেন ধরে নেয়া হলে বিলটি আইনে পরিণত হবে। ফলে তখন থেকে সেটি সংসদের আইন বলে অভিহিত হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থবিল

৮১। (১) 'অর্থবিল' বলতে শুধু নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বা এদের যে-কোনো একটি সম্পর্কে বিধান সংবলিত বিল বুঝাবে :

(ক) কোনো ধরনের কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ;

(খ) সরকারের ঋণগ্রহণ বা কোনো গ্যারান্টি প্রদান, বা সরকারের আর্থিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত কোনো আইনের সংশোধন;

(গ) সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, ওই তহবিলে অর্থ প্রদান বা ওই তহবিল থেকে অর্থদান বা নির্দিষ্টকরণ;

(ঘ) সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায় আরোপ কিংবা অনুরূপ কোনো দায় রদবদল বা বিলোপ;

(ঙ) সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব বাবদ অর্থপ্রাপ্তি, কিংবা অনুরূপ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান, কিংবা সরকারের হিসাব-নিরীক্ষা;

(চ) উল্লিখিত দফাগুলোতে নির্ধারিত যে-কোনো বিষয়ের অধীন অন্য কোনো আনুষঙ্গিক বিষয়।

(২) কোনো জরিমানা বা অন্য কোনো অর্থদণ্ড আরোপ বা রদবদল, অথবা লাইসেন্স ফি বা কোনো কাজের জন্য ফি বা উসুল আরোপ বা প্রদান কিংবা স্থানীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা কোনো কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিত করার বিধান করা হয়েছে, শুধু এই কারণে কোনো বিল অর্থবিল বলে গণ্য হবে না।

(৩) রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁর কাছে পেশ করার সময় প্রত্যেক অর্থবিলে স্পিকারের স্বাক্ষর সংবলিত এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট থাকবে যে, এটি একটি অর্থবিল। এই সার্টিফিকেট সব বিষয়ে চূড়ান্ত হবে এবং এ সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

আর্থিক ব্যবস্থার সুপারিশ

৮২। সরকারি অর্থব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে এমন কোনো অর্থবিল বা বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া সংসদে উত্থাপন করা যাবে না।

তবে শর্ত হলো, কোনো অর্থবিলে কোনো করহ্রাস বা বিলোপের বিধান সংবলিত কোনো সংশোধনী উত্থাপনের জন্য এই অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপারিশের প্রয়োজন হবে না।

আইন ছাড়া কর আরোপ নিষেধ

৮৩। সংসদের কোনো আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ছাড়া কোনো কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংযুক্ত তহবিল ও রাষ্ট্রের সরকারি হিসাব

৮৪। (১) সরকারের প্রাপ্ত সব রাজস্ব, সরকারের সংগৃহীত সব ঋণ এবং কোনো ঋণ পরিশোধ থেকে সরকারের প্রাপ্ত সব অর্থ একটি মাত্র তহবিলের অংশে পরিণত হবে। এই তহবিল 'সংযুক্ত তহবিল' নামে অভিহিত হবে।

(২) সরকারের বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সব সরকারি অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা হবে।

সরকারি টাকা-পয়সার নিয়ন্ত্রণ

৮৫। সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ সংসদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ক্ষেত্রমত সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা সেখান থেকে অর্থ প্রত্যাহার সরকারি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে অর্থ প্রদান বা সেখান থেকে অর্থ প্রত্যাহার সরকারি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক সব বিষয় সংসদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এরকম আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির প্রণীত বিধি দ্বারা এসব বিষয় নিয়ন্ত্রিত হবে।

প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে প্রদত্ত টাকা-পয়সা

৮৬। প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা হবে—

(ক) রাজস্ব বা এই সংবিধানের ৮৪ নম্বর অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফার কারণে যে-অর্থ সংযুক্ত তহবিলের অংশে পরিণত হবে সেগুলো ছাড়া প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত বা প্রজাতন্ত্রের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত বা ব্যক্তির কাছে জমা আছে এমন সব অর্থ। অথবা

(খ) যে-কোনো মোকাদ্দমা, বিষয়, হিসাব বা ব্যক্তি বাবদ যে-কোনো আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত বা আদালতের কাছে জমা আছে এমন সব অর্থ।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি

৮৭। (১) প্রতি অর্থবছর সম্পর্কে ওই বছরের জন্য সরকারের আনুমানিক আয় ও ব্যয় সম্বলিত একটি বিবৃতি সংসদে উপস্থাপন করতে হবে।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে নিচে বর্ণিত বিষয়গুলো প্রদর্শন করা হবে–

(ক) এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীনে সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায় হিসেবে বর্ণিত ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, এবং

(খ) সংযুক্ত তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে এমন প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ।

উল্লেখ থাকে যে, অন্যান্য ব্যয় থেকে রাজস্ব খাতের ব্যয় পৃথক করে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে প্রদর্শন করতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়

৮৮। নিচে বর্ণিত খাতগুলোর জন্য সংযুক্ত তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে—

(ক) রাষ্ট্রপতির বেতন ও তাঁর দপ্তর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়;

(খ) (অ) স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বেতন,

(আ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের বেতন,

(ই) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বেতন,

(ঈ) নির্বাচন কমিশনারগণের বেতন,

(উ) সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যদের বেতন;

(গ) সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারি কর্মকমিশনের কর্মচারীদের পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয়।

(ঘ) সুদ, পরিশোধ-তহবিলের দায়, মূলধন পরিশোধ বা তার ক্রমপরিশোধ এবং ঋণ সংগ্রহের প্রয়োজনে ও সংযুক্ত তহবিলের জামানতে গৃহীত ঋণের মোচনসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়সহ সরকারের ঋণসংক্রান্ত সব দেনার দায়।

(ঙ) কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোনো রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো পরিমাণ অর্থ; এবং

(চ) এই সংবিধান বা সংসদের আইন দ্বারা অনুরূপ দায়যুক্ত বলে ঘোষিত অন্য যে-কোনো ব্যয়।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির পদ্ধতি

৮৯। (১) সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয় সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ সংসদে আলোচনা করা হবে। তবে তা ভোটের আওতাভুক্ত হবে না।

(২) অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ মঞ্জুরি-দাবির আকারে সংসদে উপস্থাপিত হবে। কোনো মঞ্জুরি দাবিতে সম্মতি দেয়ার বা না দেয়ার কিংবা মঞ্জুরি-দাবিতে নির্ধারিত অর্থ হ্রাস সাপেক্ষে তাতে সম্মতিদানের ক্ষমতা সংসদের আছে।

(৩) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া কোনো মঞ্জুরি-দাবি করা যাবে না।

নির্দিষ্টকরণ আইন

৯০। (১) ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরিদানের পর সংযুক্ত তহবিল থেকে নিচে বর্ণিত ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব অর্থ নির্দিষ্টকরণের বিধান সম্বলিত একটি বিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংসদে উত্থাপন করা হবে:

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরি, এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(খ) সংসদে উপস্থাপিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে প্রদর্শিত অর্থের অনধিক সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয়।

(২) এভাবে উত্থাপিত কোনো বিল সম্পর্কে সংসদে এমন কোনো সংশোধনীর প্রস্তাব করা হবে না যার ফলে এভাবে প্রদত্ত কোনো মঞ্জুরির পরিমাণ বা উদ্দেশ্য বা সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংযুক্ত তহবিল থেকে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী গৃহীত আইনের দ্বারা নির্দিষ্টকরণ ছাড়া কোনো অর্থ উত্তোলন করা যাবে না।

সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি

৯১। কোনো অর্থবছরে যদি দেখা যায় যে,

(ক) চলতি অর্থবছরে নির্দিষ্ট কোনো কর্মবিভাগের জন্য অনুমোদিত ব্যয় পর্যাপ্ত হয়নি বা ওই বছরের বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন নতুন কোনো কর্মবিভাগের জন্য ব্যয় মেটানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, বা

(খ) কোনো অর্থবছরে কোনো কর্মবিভাগের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল ওই বছরে এর চেয়ে বেশি অর্থ খরচ হয়ে গেছে—

সে ক্ষেত্রে এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের ওপর একে দায়যুক্ত করা হোক বা না হোক, সংযুক্ত তহবিল থেকে এই ব্যয় নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে। রাষ্ট্রপতি ক্ষেত্রমতো এই ব্যয়ের অনুমিত পরিমাণ বর্ণিত একটি সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি বা অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ বর্ণিত একটি অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন। সাধারণ আর্থিক বিবৃতির মতোই উপর্যুক্ত বিবৃতির ক্ষেত্রে (প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ) সংবিধানের ৮৭ থেকে ৯০ নম্বর অনুচ্ছেদগুলো প্রযোজ্য হবে।

হিসাব, ঋণ ইত্যাদির ওপর ভোট

৯২। (১) এই পরিচ্ছেদের উপর্যুক্ত বিধানগুলোতে যা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও—

(ক) মঞ্জুরির ওপর ভোটদান বিষয়ে ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদে নির্ধারিত পদ্ধতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং ওই ব্যয় সম্পর্কিত ৯০ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুযায়ী আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোনো অর্থবছরের কোনো অংশের জন্য অনুমিত ব্যয়ের অগ্রিম মঞ্জুরিদানের ক্ষমতা সংসদের থাকবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(খ) কোনো কাজের বিশালতা বা অনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে সাধারণভাবে প্রদত্ত বিস্তারিত বৃত্তান্তের সঙ্গে এ জাতীয় কাজ সংক্রান্ত ব্যয় দাবি নির্ধারিত করা সম্ভব না হলে প্রজাতন্ত্রের সম্পদ থেকে এরকম অপ্রত্যাশিত খরচ মেটানোর জন্য মঞ্জুরি প্রদানের ক্ষমতা সংসদের থাকবে।

(গ) কোনো অর্থবছরের চলতি ব্যয়ের অংশ নয় এরকম ব্যতিক্রমী মঞ্জুরি প্রদানের ক্ষমতা সংসদের থাকবে।

যে উদ্দেশ্যে এরকম মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে তা অর্জনের জন্য সংযুক্ত তহবিল থেকে আইনের দ্বারা অর্থ উত্তোলনের কর্তৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা সংসদের থাকবে।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে বর্ণিত কোনো ব্যয় সম্পর্কিত মঞ্জুরিদানের ক্ষেত্রে এবং এরকম ব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থ নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য প্রণীতব্য আইনের ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৮৯ ও ৯০ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধানগুলো যে-রকম সক্রিয় হবে, বর্তমান অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফার অধীনে কোনো মঞ্জুরিদানের ক্ষেত্রে এবং ওই দফার অধীন প্রণীতব্য কোনো আইনের ক্ষেত্রেও উক্ত অনুচ্ছেদ দুটি সমানভাবে কার্যকর হবে।

(৩) এই পরিচ্ছেদের উপর্যুক্ত বিধানগুলোতে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও যদি কোনো অর্থবছর প্রসঙ্গে সংসদ—

(ক) উক্ত বছর আরম্ভ হওয়ার আগে এই সংবিধানের ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরি-দান এবং ৯০ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীন আইন গ্রহণে অসমর্থ হয়ে থাকে এবং এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো অগ্রিম মঞ্জুরিদান না করে থাকে; অথবা

(খ) কোনো ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো মেয়াদের জন্য কোনো অগ্রিম মঞ্জুরি দেয়া হয়ে থাকলে সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরিদানে এবং ৯০ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীন আইন গ্রহণে অসমর্থ হয়ে থাকে,

তাহলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে, আদেশের দ্বারা অনুরূপ মঞ্জুরিদান না করা পর্যন্ত এবং আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, ওই বছরের অনধিক ষাট দিন মেয়াদ পর্যন্ত উক্ত বছরের আর্থিক বিবৃতিতে বর্ণিত ব্যয় মেটানোর জন্য সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থ প্রত্যাহারের কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৩য় পরিচ্ছেদ
অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা

অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা

৯৩। (১) সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় অথবা সংসদ অধিবেশনে নেই এমন সময়ে কোনো বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে রাষ্ট্রপতির কাছে সন্তোষজনকভাবে মনে হলে তিনি ওই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য যে-রকম প্রয়োজন বলে মনে হবে সে-রকম অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন। এভাবে প্রণীত অধ্যাদেশটি জারির সময় থেকেই সংসদের আইনের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন হবে।

তবে শর্ত হলো, এই দফার অধীনে প্রণীত কোনো অধ্যাদেশে এমন কোনো বিধান করা যাবে না—

(ক) যা সংসদের আইন দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না;
(খ) যাতে সংবিধানের কোনো বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হয়ে যায়;
(গ) যার দ্বারা আগে প্রণীত কোনো অধ্যাদেশের যে-কোনো বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।

(২) উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে কোনো অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পরে অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে অধ্যাদেশটি উপস্থাপন করতে হবে। ইতোপূর্বে বাতিল না হয়ে থাকলে অধ্যাদেশটি সংসদে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন পার হয়ে গেলে এর কার্যকারিতা বাতিল হয়ে যাবে; বা উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন পার হওয়ার আগেই যদি অধ্যাদেশটি অনুমোদন করে সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হয় সেক্ষেত্রেও অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা বাতিল হয়ে যাবে।

(৩) সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে সন্তোষজনকভাবে মনে হলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন, যাতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংবিধান দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের ওপর কোনো ব্যয় দায়যুক্ত হোক বা না হোক, উক্ত তহবিল থেকে সেই ব্যয় মেটানোর জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করা যাবে। এভাবে প্রণীত কোনো অধ্যাদেশ জারি হওয়ার সময় থেকে সংসদের আইনের মতোই ক্ষমতাসম্পন্ন হবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) নম্বর দফার অধীনে জারিকৃত সব অধ্যাদেশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। সংসদ পুনর্গঠিত হওয়ার তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ নম্বর অনুচ্ছেদগুলোর বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ পালিত হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ষষ্ঠ ভাগ

বিচার বিভাগ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১ম পরিচ্ছেদ
সুপ্রীম কোর্ট

সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা

৯৪। (১) 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট' নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে। আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ—এই দুটি বিভাগের সমন্বয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হবে।

(২) প্রধান বিচারপতি 'বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি' নামে অভিহিত হবেন। প্রধান বিচারপতি ও প্রত্যেক বিভাগে (আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগ) আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যে-কয়জন বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করবেন সেই সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হবে।

(৩) প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের বিচারকগণ শুধু আপিল বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। অন্যান্য বিচারকগণ শুধু হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন।

(৪) সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন।

বিচারক নিয়োগ

৯৫। (১) প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দিবেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারককে নিয়োগ প্রদান করবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হলে বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না; এবং

(ক) সুপ্রীম কোর্টে কমপক্ষে দশ বছর অ্যাডভোকেট হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা না থাকলে তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। অথবা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(খ) বাংলাদেশে কমপক্ষে দশ বছর কোনো বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালন না করে থাকলে তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।

(গ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকলে তিনি বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।

(৩) এই অনুচ্ছেদে 'সুপ্রীম কোর্ট' বলতে এই সংবিধান প্রবর্তনের আগে যে-কোনো সময়ে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত এলাকার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসেবে এখতিয়ার প্রয়োগ করেছে সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

বিচারকদের পদের মেয়াদ*

৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো বিচারক সাতষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নিজ পদে বহাল থাকবেন।

(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে কোনো বিচারককে অপসারণ করা যাবে। তবে, সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ছাড়া কোনো বিচারককে অপসারণ করা যাবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোনো বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি কী রকম হবে তা সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করতে পারবেন।

(৪) কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন।

অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি

৯৭। প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে প্রধান বিচারপতি তাঁর দায়িত্বপালনে অসমর্থ মর্মে রাষ্ট্রপতির কাছে সন্তোষজনকভাবে মনে হলে ক্ষেত্রমতো অন্য কোনো ব্যক্তি প্রধান বিচারপতির পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান বিচারপতি নিজ দায়িত্বভার আবার গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপিল বিভাগের অন্যান্য বিচারকের মধ্যে যিনি কর্মে প্রবীণতম, তিনি প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

---

* ২০১৪ সালে আনীত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী দ্বারা ৯৬ নং অনুচ্ছেদটি পরিবর্তন করা হয়। ২০১৪ সালের সংশোধনীর আগে এই অনুচ্ছেদের অধীনে 'সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল' ব্যবস্থার বিধান ছিল। এই সংশোধনীর বৈধতা, সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক একে বাতিল ঘোষণা করা ইত্যাদি বিষয়ে ২০১৭ সালে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। সংশোধনীর আগে কেমন ছিল এই অনুচ্ছেদটি তা জানার জন্য দেখুন এই বইয়ের শেষে প্রদত্ত টীকা 'সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল'।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারক

৯৮। এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির কাছে সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিভাগের বিচারক সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত বলে সন্তোষজনকভাবে মনে হলে তিনি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনধিক দুই বছরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করলে হাইকোর্ট বিভাগের কোনো বিচারককে যে-কোনো অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপিল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারবেন;

তবে শর্ত হলো যে, অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত হতে কিংবা বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন আরো এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হতে বর্তমান অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই বাধা প্রদান করবে না।

বিচারকদের অক্ষমতা

৯৯। (১) কোনো ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়া) বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকলে উক্ত পদ থেকে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হওয়ার পর তিনি কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে ওকালতি বা কাজ করবেন না। তিনি বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় পদ ছাড়া প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।

(২) (১) নম্বর দফায় যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে বহাল থাকলে উক্ত পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি আপিল বিভাগে ওকালতি বা কাজ করতে পারবেন।

সুপ্রীম কোর্টের আসন

১০০। রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে। তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে যে স্থান বা একাধিক স্থান নির্ধারণ করবেন সেই স্থানে বা স্থানগুলোতে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

হাইকোর্টের এখতিয়ার

১০১। এই সংবিধান বা অন্য আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের ওপর যে রকম আদি, আপিল ও অন্য প্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, এই বিভাগের সেসব এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাইকোর্টের ক্ষমতা

১০২। (১) কোনো ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত অধিকারগুলোর যে-কোনো একটি বলবৎ করার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে-কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশ বা আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

(২) হাইকোর্টের কাছে যদি সন্তোষজনকভাবে মনে হয় যে আইনের দ্বারা অন্য কোনো 'সমান কার্যকরী' বিধান করা হয়নি, তাহলে—

(ক) যে-কোনো ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে—

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-কোনো দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে পারবেন বা আইনের দ্বারা তার করণীয় কাজ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন। অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-কোনো দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তির কোনো কাজ বা গৃহীত উদ্যোগ আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ছাড়াই করা হয়েছে বা গৃহীত হয়েছে এবং এর কোনো আইনগত কার্যকারিতা নেই মর্মে ঘোষণা করতে পারবেন। অথবা

(খ) যে-কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে—

(অ) আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ছাড়াই বা বেআইনি উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখা হয়নি বলে যাতে উক্ত বিভাগের কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় সেজন্য আটক উক্ত ব্যক্তিকে ওই বিভাগের সম্মুখে আনার নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন। অথবা

(আ) কোনো সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলে বিবেচিত কোনো ব্যক্তিকে তিনি কোনো কর্তৃত্বের জোরে ওই পদ ধারণের দাবি করছেন তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করে হাইকোর্ট বিভাগ আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(৩) উপর্যুক্ত দফাগুলোতে যা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয় এমন কোনো আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোনো আদেশ প্রদানের ক্ষমতা হাইকোর্টের থাকবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফা বা এই অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফার (ক) নম্বর উপদফার অধীন কোনো আবেদনে যার মধ্যে অন্তর্বর্তী আদেশ চাওয়া হয়েছে এবং এই অন্তর্বর্তী আদেশ—

(ক) যেখানে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের বা উন্নয়নমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে; অথবা

(খ) যেখানে অন্য কোনোভাবে জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, সেক্ষেত্রে অ্যাটর্নি জেনারেলকে ওই আবেদন সম্পর্কে নোটিস প্রদান করতে হবে। অ্যাটর্নি জেনারেল বা তাঁর দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোনো অ্যাডভোকেটের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) নম্বর উপ-দফায় বর্ণিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না বলে হাইকোর্টের কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগ কোনো অন্তর্বর্তী আদেশ দিবেন না।

(৫) বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে থাকলে এই অনুচ্ছেদে 'ব্যক্তি' বলতে বিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ বা কোনো শৃঙ্খলা বাহিনীসংক্রান্ত আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ছাড়া বা এই সংবিধানের ১১৭ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য এমন কোনো ট্রাইব্যুনাল ছাড়া অন্য যে-কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত বুঝাবে।

আপিল বিভাগের ক্ষমতা

১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির ও তা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপিল বিভাগের রয়েছে।

(২) হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে অধিকারবলে আপিল করা যাবে, যদি হাইকোর্ট বিভাগ—

(ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দেন যে মামলাটির সঙ্গে সাংবিধানিক ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রয়েছে; অথবা

(খ) কোনো মৃত্যুদণ্ড বহাল করেছেন বা কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে; অথবা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(গ) হাইকোর্ট বিভাগের অবমাননার জন্য কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে; এবং

আইন দ্বারা সংসদ যদি অন্যান্য ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দেয় সেসবের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

(৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফা প্রযোজ্য নয় সেক্ষেত্রে কেবল আপিল বিভাগ আপিলের অনুমতি দিলেই সেই মামলায় আপিল করা যাবে।

(৪) সংসদ ইচ্ছা করলে আইনের দ্বারা ঘোষণা করতে পারবে যে এই অনুচ্ছেদের বিধানগুলো হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষেত্রে যেরকম প্রযোজ্য অন্য কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও সেরকম প্রযোজ্য হবে।

আপিল বিভাগের পরোয়ানা জারি ও প্রয়োগ

১০৪। আপিল বিভাগ কোনো ব্যক্তির হাজিরা কিংবা কোনো দলিলপত্র উদ্‌ঘাটন বা দাখিল করার আদেশসহ এই বিভাগে বিচারাধীন যে-কোনো মামলা বা বিষয়ে 'পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার' কায়েমের স্বার্থে যেরকম প্রয়োজনীয় হতে পারে সে-রকম নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রি বা রিট জারি করতে পারবেন।

আপিল বিভাগের দ্বারা রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা

১০৫। সংসদের যে-কোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে এবং স্বয়ং আপিল বিভাগ প্রণীত যে-কোনো বিধি সাপেক্ষে আপিল বিভাগ ঘোষিত কোনো রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা আপিল বিভাগের আছে।

সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক ক্ষমতা

১০৬। যদি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির কাছে মনে হয় যে-কোনো আইন বিষয়ে এমন কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং বিষয়টি এমন ধরনের ও এত জনগুরুত্বসম্পন্ন যে এই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহলে রাষ্ট্রপতি প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারবেন।

উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে আপিল বিভাগ নিজ মতামত জানাতে পারবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুপ্রীম কোর্টের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা

১০৭। (১) সংসদ প্রণীত যে-কোনো আইনসাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রত্যেক বিভাগের এবং নিম্ন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন।

(২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফা এবং সংবিধানের ১১৩ ও ১১৬ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীন দায়িত্বগুলোর ভার ওই আদালতের কোনো একটি বিভাগকে বা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করতে পারবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে কোন কোন বিচারককে নিয়ে কোন বিভাগের কোন বেঞ্চ গঠিত হবে এবং কোন কোন বিচারক কোন উদ্দেশ্যে আসনগ্রহণ করবেন তা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করবেন।

(৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যে-কোনো বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) নম্বর দফা বা এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা অর্পিত যে-কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের ভার প্রদান করতে পারবেন।

কোর্ট অব রেকর্ড

১০৮। সুপ্রীম কোর্ট হলো একটি 'কোর্ট অব রেকর্ড'। সুপ্রীম কোর্টের অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশ প্রদান বা শাস্তি প্রদানের ক্ষমতাসহ আইনসাপেক্ষে এরকম আদালতের সব ক্ষমতা এর আছে।

আদালতের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ

১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধীনস্ত সব আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে।

নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্টে মামলা স্থানান্তর

১১০। হাইকোর্ট যদি সন্তোষজনকভাবে মনে করে যে তার অধীন আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় এই সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত আইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় জড়িত যে ওই মামলার মীমাংসায় পৌঁছার জন্য সেই প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত অধীনস্ত আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেবেন। সেক্ষেত্রে—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(ক) হাইকোর্ট বিভাগ নিজেই সম্পূর্ণ মামলাটির মীমাংসা করবেন; অথবা

(খ) মামলায় জড়িত উক্ত আইনি প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করবেন এবং উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের কপিসহ যে আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল সেই আদালতে বা অধীনস্ত অন্য কোনো আদালতে মামলাটি ফেরত পাঠাবেন এবং উক্ত রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মামলাটির মীমাংসা করবেন।

সুপ্রীম কোর্টের রায় বাধ্যতামূলক

১১১। আপিল বিভাগের রায় হাইকোর্ট বিভাগের জন্য অবশ্য পালনীয়। আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের রায় অধীনস্ত সব আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয়।

সুপ্রীম কোর্টকে সহায়তা

১১২। রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত ও অন্তর্ভুক্ত সব নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টকে সহায়তা করবে।

সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারী

১১৩। (১) প্রধান বিচাপতি বা তাঁর নির্দেশে অন্য কোনো বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদেরকে নিয়োগ দিবেন। রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদনসহকারে সুপ্রীম কোর্ট প্রণীত বিধিবিধান অনুসারে এসব নিয়োগ দেয়া হবে।

(২) সংসদের যে-কোনো আইনের বিধানসাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট প্রণীত বিধিবিধান দ্বারা যে-রকম নির্ধারিত হবে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলী সে-রকম হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

২য় পরিচ্ছেদ
নিম্ন আদালত

অধস্তন বা নিম্ন আদালত প্রতিষ্ঠা

১১৪। সুপ্রীম কোর্ট ছাড়াও এর অধীনস্ত এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে।

নিম্ন আদালতে নিয়োগ

১১৫। রাষ্ট্রপতির প্রণীত বিধি অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রদান করবেন।

নিম্ন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা

১১৬। বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (যেমন কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি দান, ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাঁর এই এখতিয়ার প্রয়োগ করবেন।

বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের স্বাধীনতা

১১৬ক। এই সংবিধানের বিধিবিধান সাপেক্ষে বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তি ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৩য় পরিচ্ছেদ
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

১১৭। (১) ইতঃপূর্বে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্রগুলো থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলোর ওপর ক্ষমতা বা এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন—

(ক) নবম ভাগে বর্ণিত বিষয়গুলো এবং অর্থদণ্ড বা অন্য কোনো দণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাজের শর্তাবলী;

(খ) যে-কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা বিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং এরকম উদ্যোগ বা বিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মসহ কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন সরকারের ওপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোনো সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলিব্যবস্থা;

(গ) যে আইনের ওপর এই সংবিধানের ১০২ নম্বর অনুচ্ছেদের (৩) নম্বর দফা প্রযোজ্য হয়, সেরকম কোনো আইন।

(২) কোনো ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হলে এর এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে এমন কোনো বিষয়ে অন্য কোনো আদালত কোনো প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করবে না বা কোনো আদেশ প্রদান করতে পারবে না।

তবে শর্ত হলো, সংসদ আইনের দ্বারা এরকম কোনো ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা এরকম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সপ্তম ভাগ
নির্বাচন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা

১১৮। (১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধিবিধান সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রদান করবেন।

(২) একাধিক কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কমিশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) সংবিধানের বিধিবিধান সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ হবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর।

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন কোনো ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।

(খ) অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনার তাঁর পদে দায়িত্বপালনের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকবে না, তবে তিনি অন্য কোনোভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না।

(৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে। কমিশন শুধু এই সংবিধান ও আইনের অধীন, অন্য কারো নয়।

(৫) সংসদ প্রণীত যে-কোনো আইনের বিধিবিধান সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি তাঁর আদেশের দ্বারা নির্ধারণ করবেন।

তবে শর্ত হলো, সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে তাঁর পদ থেকে অপসারিত হতে পারেন, সে-রকম পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো নির্বাচন কমিশনারকে তার পদ থেকে অপসারণ করা যাবে না।

(৬) কোনো নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি দিয়ে পদত্যাগ করতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

১১৯। (১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা তৈরির কাজের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং উল্লিখিত নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকবে। নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইন অনুযায়ী—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে;
(খ) সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে;
(গ) সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবে; এবং
(ঘ) রাষ্ট্রপতি পদে এবং সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবে।

(২) উল্লিখিত দায়িত্বের অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব যদি এই সংবিধান বা অন্য কোনো আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সেসব দায়িত্বও পালন করবে।

নির্বাচন কমিশনের কর্মচারী

১২০। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেসব কর্মচারীর প্রয়োজন হবে কমিশন অনুরোধ করলে রাষ্ট্রপতি সেসব কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন।

প্রতি এলাকায় একটিমাত্র ভোটার তালিকা

১২১। সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করে ভোটার তালিকা থাকবে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী, নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করে কোনো বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাবে না।

ভোটার হওয়ার যোগ্যতা

১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার—এই নীতির ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(২) কোনো ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোনো নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় নাম উঠানোর অধিকার পাবেন যদি তার নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলো থাকে। যেমন–

(ক) যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;
(খ) যদি তার বয়স আঠারো বছরের কম না হয়;
(গ) তিনি 'পাগল' বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এই মর্মে কোনো আদালতের ঘোষণা থাকতে পারবে না; এবং
(ঘ) তাকে ওই এলাকার অধিবাসী হতে হবে; অথবা তিনি যে ওই এলাকার অধিবাসী এই মর্মে আইনি ঘোষণা থাকতে হবে।

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আইনের অধীন কোনো অপরাধের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হতে পারবেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নির্বাচনের সময়

১২৩। (১) রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে ওই পদ শূন্য হলে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী নব্বই থেকে ষাট দিনের মধ্যে শূনপদ পূরণের জন্য নির্বাচন দিতে হবে।

তবে শর্ত হলো, যে সংসদের দ্বারা তিনি (রাষ্ট্রপতি) নির্বাচিত হয়েছেন সেই সংসদের মেয়াদকালে তাঁর কার্যকাল শেষ হলে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ওই শূন্য পদ পূরণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। ওই সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূরণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হওয়ার পর নব্বই দিনের মধ্যে তা পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে—

(ক) মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙে যাবার ক্ষেত্রে ভেঙে যাবার পূর্ববতী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং

(খ) মেয়াদ অবসান ছাড়া অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যাবার ক্ষেত্রে ভেঙে যাবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে :

তবে শর্ত হলো যে, এই দফার (ক) নম্বর উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় বর্ণিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংসদ সদস্য হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করবেন না।

(৪) সংসদ ভেঙে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণে সংসদের কোনো আসন শূন্য হলে পদটি শূন্য হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে ওই শূন্যপদ পূরণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

তবে শর্ত হলো, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোনো দুর্যোগ বা দৈব-দুর্বিপাকের কারণে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন বিষয়ে সংসদের আইন তৈরির ক্ষমতা

১২৪। এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত সব বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করতে পারবে। যেমন–সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা বানানো, নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ নির্বাচনসংক্রান্ত যে-কোনো ব্যাপারে বিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা

১২৫। এই সংবিধানে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও—

(ক) সংবিধানের ১২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত বা প্রণীত হয়েছে বলে বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ, বা এরকম নির্বাচনী এলাকার জন্য আসন বণ্টনবিষয়ক যে-কোনো আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

(খ) সংসদ প্রণীত কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রণীত বিধান অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের কাছে এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ছাড়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বা সংসদের কোনো নির্বাচন সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না।

(গ) কোনো আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে এরকম কোনো নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিস ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করে, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনোরকম কোনো আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করবেন না।

নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা

১২৬। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সব নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অষ্টম ভাগ

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা

১২৭। (১) বাংলাদেশে একজন মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক থাকবে। তাঁকে সংক্ষেপ 'মহা হিসাব নিরীক্ষক' নামে ডাকা হবে। তাঁকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন।

(২) সংবিধান ও সংসদের যে-কোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে তাঁর কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যে-রকম নির্ধারণ করবেন সে-রকম হবে।

মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব

১২৮। (১) তিনি প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সব আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব পরীক্ষা করবেন। এসব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করবেন। এই উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজনে তিনি বা তাঁর নিয়োজিত ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে-কোনো ব্যক্তির দখলে থাকা সব নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভাণ্ডার বা অন্য যে-কোনো প্রকার সরকারি সম্পত্তি তিনি পরীক্ষা করতে পারবেন।

(২) উল্লিখিত (১) নম্বর দফায় বর্ণিত বিধানের হানি না ঘটিয়েও বিধান করা যাচ্ছে যে, আইনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো যৌথ সংস্থার ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী যে ব্যক্তির দ্বারা ওই সংস্থার হিসাব নিরীক্ষার ও ওই হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে—সেটাও গ্রহণযোগ্য হবে।

(৩) উল্লিখিত (১) নম্বর দফায় নির্ধারিত দায়িত্বগুলো ছাড়া সংসদ আইনের দ্বারা যে-রকম নির্ধারণ করবেন, মহা হিসাব নিরীক্ষক সেসব দায়িত্ব পালন করবেন। ওই দফার অধীন বিধানাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা এসব বিধান প্রণয়ন করতে পারবেন।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফার অধীনে দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে মহা হিসাব নিরীক্ষককে অন্য কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের অধীন করা যাবে না।

কর্মের মেয়াদ

১২৯। (১) এ অনুচ্ছেদের বিধানসাপেক্ষে মহা হিসাব নিরীক্ষক তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর বা তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া (যেটি আগে ঘটে) পর্যন্ত নিজ পদে বহাল থাকবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(২) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরকম পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন সেরকম পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া মহা হিসাব নিরীক্ষককে অপসারণ করা যাবে না।

(৩) মহা হিসাব নিরীক্ষক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি দিয়ে পদত্যাগ করতে পারবেন।

(৪) এই পদে কর্মের অবসানের পর মহা হিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের কর্মে অন্য কোনো পদে নিযুক্ত হতে পারবেন না।

অস্থায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষক

১৩০। কোনো সময়ে এই পদ শূন্য থাকলে বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে তিনি অক্ষম বলে রাষ্ট্রপতির কাছে সন্তোষজনকভাবে মনে হলে ক্ষেত্রমত এই সংবিধানের ১২৭ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীন কোনো নিয়োগদান না করা পর্যন্ত বা মহা হিসাব নিরীক্ষক পুনরায় নিজ দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কোনো ব্যক্তিকে মহা হিসাব নিরীক্ষক পদে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন।

প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষার আকার ও পদ্ধতি

১৩১। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহা হিসাব নিরীক্ষক যেরকম নির্ধারণ করবেন সেরকম আকার ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হবে।

সংসদে মহা হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন

১৩২। প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহা হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্টগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি সেগুলো সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবম ভাগ

বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১ম পরিচ্ছেদ
কর্মবিভাগ

নিয়োগ ও কর্মের শর্ত

১৩৩। এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

তবে শর্ত হলো, এই উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা ও আইনের অধীন বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে। এরকম যে-কোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে ওই বিধিগুলো কার্যকর হবে।

কর্মের মেয়াদ

১৩৪। এই সংবিধানের দ্বারা ব্যতিক্রমী কোনো বিধান না করে থাকলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সন্তোষজনক সময়সীমা পর্যন্ত নিজ পদে বহাল থাকবেন।

অসামরিক সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত ইত্যাদি

১৩৫। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসামরিক পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি তাঁর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চেয়ে অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত হবেন না।

(২) এরকম পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে তাঁর সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগপ্রদান না করা পর্যন্ত তাঁকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাবে না।

তবে শর্ত হলো, এই দফা সেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যেখানে—

(অ) কোনো ব্যক্তি ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন, ফলে তাঁকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করা হয়েছে। অথবা

(আ) কোনো ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যে, লিপিবদ্ধ অভিযোগ সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নয়। অথবা

(ই) রাষ্ট্রপতির কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান সমীচীন নয়।

(৩) এরকম কোনো ব্যক্তিকে এই অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফায় বর্ণিত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কিনা, এরকম কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সেই সম্পর্কে তাঁকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কোনো লিখিত চুক্তির অধীন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন এবং উক্ত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যথাযথ নোটিসের দ্বারা চুক্তিটির অবসান ঘটানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে চুক্তিটির এ-রকম অবসানের জন্য তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন বলে গণ্য হবে না।

কর্মবিভাগ পুনর্গঠন

১৩৬। আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগগুলোর সৃষ্টি, সংযুক্তকরণ ও একীকরণসহ পুনর্গঠনের বিধান করা যাবে। এরকম আইন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির কর্মের শর্তাবলীর তারতম্য করতে বা তা রদ করতে পারবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

২য় পরিচ্ছেদ
সরকারি কর্ম কমিশন

কমিশন প্রতিষ্ঠা

১৩৭। বাংলাদেশের জন্য আইনের দ্বারা এক বা একাধিক সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাবে। একজন সভাপতি ও আইনের দ্বারা যে-রকম নির্ধারিত হবে, সে-রকম অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে প্রত্যেক কমিশন গঠিত হবে।

সদস্য নিয়োগ

১৩৮। (১) প্রত্যেক সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হবেন।

তবে শর্ত হলো, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক সদস্য (তবে অর্ধেকের কম নয়) এমন ব্যক্তিরা হবেন, যাঁরা কুড়ি বছর বা এর চেয়েও বেশি সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে-কোনো সময়ে কার্যরত কোনো সরকারের কর্মে কোনো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(২) সংসদ প্রণীত যে-কোনো আইন সাপেক্ষে কোনো সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যে-রকম নির্ধারণ করবেন সে-রকম হবে।

পদের মেয়াদ

১৩৯। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে কোনো সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোনো সদস্য তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর বা তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া (এর মধ্যে যেটি আগে ঘটে) পর্যন্ত নিজ পদে বহাল থাকবেন।

(২) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরকম পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোনো সদস্য অপসারিত হবেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(৩) কোনো সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি দিয়ে পদত্যাগ করতে পারবেন।

(৪) এই পদে কর্মের অবসানের পর কোনো সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে পুনরায় নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য থাকবেন না।

তবে এই অনুচ্ছেদের (১) নম্বর দফা সাপেক্ষে—

(ক) কর্মের অবসানের পর কোনো সভাপতি এক মেয়াদের জন্য পুনর্নিয়োগ লাভের যোগ্য থাকবেন। এবং

(খ) কর্মের অবসানের পর কোনো সদস্য (সভাপতি ছাড়া) এক মেয়াদের জন্য কিংবা কোনো সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি হিসেবে নিয়োগলাভের যোগ্য থাকবেন।

কমিশনের দায়িত্ব

১৪০। (১) কোনো সরকারি কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হবে—

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ দেয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা।

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাইলে বা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোনো বিষয় কমিশনের কাছে পাঠানো হলে সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান; এবং

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(২) সংসদ প্রণীত কোনো আইন এবং কোনো কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি প্রণীত কোনো প্রবিধানের (যা এ-রকম আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়) বিধান সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোনো কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করবেন—

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও এতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং এরকম নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতি;

(গ) অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে এরকম বিষয়াদি; এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বার্ষিক রিপোর্ট

১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম তারিখে বা তার আগে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বছরের নিজস্ব কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন। ওই রিপোর্টটি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে হবে।

(২) রিপোর্টের সঙ্গে একটি স্মারকলিপি থাকবে, যার মধ্যে—

(ক) কোনো ক্ষেত্রে কমিশনের কোনো পরামর্শ গৃহীত না হয়ে থাকলে সেই ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হওয়ার কারণ, এবং

(খ) যেসব ক্ষেত্রে কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয়নি, সেসব ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করার কারণ সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত ততদূর লিপিবদ্ধ করবেন।

(৩) যে বছর রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, সে বছর একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট ও স্মারকলিপি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবম-ক ভাগ

জরুরি বিধান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জরুরি অবস্থা ঘোষণা

১৪১ক। (১) রাষ্ট্রপতির কাছে যদি সন্তোষজনকভাবে মনে হয় যে, এমন জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে যে যুদ্ধ বা বাইরের আক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা এর যে-কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহলে রাষ্ট্রপতি দেশে অনধিক একশো বিশ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।

তবে শর্ত হলো, এরকম ঘোষণার বৈধতার জন্য ঘোষণার আগেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।

(২) জরুরি অবস্থার ঘোষণা—

(ক) পরবর্তী কোনো ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাবে;

(খ) সংসদে উপস্থাপন করতে হবে;

(গ) একশো বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তা আর কার্যকর থাকবে না।

তবে শর্ত হলো, যদি সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় এরকম কোনো ঘোষণা জারি করা হয় বা এই দফার (গ) নম্বর উপ-দফায় বর্ণিত একশো বিশ দিনের মধ্যে সংসদ ভেঙে যায়, সেক্ষেত্রে সংসদ পুনর্গঠিত হওয়ার পর এর প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে ত্রিশ দিন পার হওয়ার আগেই ঘোষণাটি অনুমোদন করে সংসদে প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ত্রিশ দিন পর একশো বিশ দিন পর (যেটি আগে ঘটে) এ-রকম ঘোষণা কার্যকর থাকবে না।

(৩) যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ—এসব বিপদ আসন্ন এই মর্মে যদি রাষ্ট্রপতির কাছে সন্তোষজনকভাবে মনে হয় তাহলে প্রকৃত যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ শুরু হয়ে যাওয়ার আগেই তিনি এসব বিপদের জন্য বাংলাদেশ বা এর যে-কোনো অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন বলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।

জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের কিছু অংশ স্থগিত

১৪১খ। জরুরি অবস্থা চলাকালে সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ নম্বর অনুচ্ছেদগুলোর কোনো কিছুই এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত বিধানাবলীর কারণে রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন করতে ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম নয় সে-রকম আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করবে না। তবে এভাবে প্রণীত কোনো আইনের অধীনে যা করা হয়েছে বা করা হয়নি সেগুলো ছাড়া ওই আইনটি যতটুকু কর্তৃত্বহীন, জরুরি অবস্থা তুলে নেয়ার পর ততটুকু অকার্যকর হয়ে যাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জরুরি অবস্থায় মৌলিক অধিকার স্থগিত

১৪১গ। (১) জরুরি অবস্থা চলাকালে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা আদেশে বর্ণিত এবং সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ করার জন্য আদালতে মামলা করার অধিকার উক্ত আদেশে নির্ধারিত স্বল্প সময়ব্যাপী স্থগিত থাকবে। উক্ত আদেশে বর্ণিত কোনো অধিকার বলবৎকরণের জন্য কোনো আদালতে বিবেচনাধীন সব মামলা জরুরি অবস্থা চলাকালে বা উক্ত আদেশের দ্বারা নির্ধারিত স্বল্প সময়ব্যাপী স্থগিত থাকবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশে বা এর যে-কোনো অংশে এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত আদেশ প্রযোজ্য হবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত প্রত্যেক আদেশ যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দশম ভাগ
সংবিধান সংশোধন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংবিধান সংশোধনের **ক্ষমতা**

১৪২। (১) এই সংবিধানে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও—

(ক) সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোনো বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের মাধ্যমে সংশোধন করা যাবে। তবে শর্ত হলো,

(অ) এরকম সংশোধনের জন্য আনীত কোনো বিলের সম্পূর্ণ শিরোনাম অংশে এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাবে না।

(আ) সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হলে এ-রকম কোনো বিলে সম্মতি প্রদানের জন্য সেটি রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপন করা যাবে না।

(খ) উপর্যুক্ত উপায়ে কোনো বিল গৃহীত হয়ে সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানা হলে পরে সাতদিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতি প্রদান করবেন। এই সময়ের মধ্যে সম্মতি দিতে তিনি ব্যর্থ হলে উক্ত সময়ের অবসানের পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একাদশ ভাগ
অন্যান্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি

১৪৩। আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে-কোনো ভূমি বা সম্পত্তি ছাড়া নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলো প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব বলে গণ্য হবে—

(ক) বাংলাদেশের মাটির মধ্যের সব খনিজ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী।

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার মধ্যে মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সব ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী; এবং

(গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিকবিহীন যে-কোনো সম্পত্তি।

(২) সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমা, রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা নির্ধারণ করতে পারবে।

সম্পত্তি, ব্যবসা ইত্যাদিতে নির্বাহী কর্তৃত্ব

১৪৪। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধকদান ও বিলি-ব্যবস্থা, যে-কোনো কারবার বা ব্যবসা পরিচালনা এবং যে-কোনো চুক্তি প্রণয়ন করা যাবে।

চুক্তি ও দলিল

১৪৫। (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সব চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলে প্রকাশ করা হবে। রাষ্ট্রপতি যে-রকম নির্দেশ দিবেন বা ক্ষমতা প্রদান করবেন তাঁর পক্ষে সে-রকম ব্যক্তি দ্বারা ও সে-রকম পদ্ধতিতে এগুলো সম্পাদিত হবে।

(২) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোনো চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হলে—এজন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন না। তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

আন্তর্জাতিক চুক্তি

১৪৫ক। বিদেশের সঙ্গে সম্পাদিত সব চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে। রাষ্ট্রপতি সেগুলো সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন।

তবে শর্ত হলো, জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তি কেবল সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে।

বাংলাদেশের নামে মামলা

১৪৬। 'বাংলাদেশ'—এই নামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কতিপয় অফিসারের পারিশ্রমিক

১৪৭। (১) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয় এ-রকম কোনো পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্ত সংসদের আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

তবে, সংসদের আইনের দ্বারা নির্ধারত না হওয়া পর্যন্ত—

(ক) এই সংবিধানের কার্যকর হওয়ার ঠিক আগে ক্ষেত্রমতো সংশ্লিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা যে-রকম প্রযোজ্য ছিল সে-রকম প্রযোজ্য হবে। অথবা

(খ) এর আগের উপ-দফা প্রযোজ্য না হলে রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা যে-রকম নির্ধারণ করবেন সে-রকম হবে।

(২) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয় এরকম কোনো পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির দায়িত্ব পালনকালে তাঁর পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন তারতম্য করা যাবে না যা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে।

(৩) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয় এ-রকম কোনো পদে নিযুক্ত বা কর্মরত ব্যক্তি অন্য কোনো লাভজনক বা বেতনভুক্ত পদ বা মর্যাদায় বহাল হতে পারবেন না। কিংবা তিনি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো কোম্পানি, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বা পরিচালনায় কোনোরকম অংশগ্রহণ করবেন না।

তবে শর্ত হলো, এই দফার উদ্দেশ্য পূরণার্থে উপরে প্রথমে বর্ণিত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত রয়েছেন শুধু এই কারণে কোনো ব্যক্তি অনুরূপ লাভজনক বা বেতনাদিভুক্ত পদ বা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবেন না।

(৪) এই অনুচ্ছেদ নিম্নলিখিত পদগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—

(ক) রাষ্ট্রপতি;

(খ) প্রধানমন্ত্রী;

(গ) স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার;

(ঘ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী;

(ঙ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক;

(চ) মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

(ছ) নির্বাচন কমিশনার ও

(জ) সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পদের শপথ

১৪৮। (১) তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত যে-কোনো পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণের আগে উক্ত তফসিল অনুযায়ী শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনুরূপ শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।

(২) এই সংবিধান অনুসারে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির কাছে শপথগ্রহণ আবশ্যক হলে অনুরূপ ব্যক্তি যে-রকম ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করবেন সেই ব্যক্তির কাছে সেই স্থানে শপথগ্রহণ করা যাবে।

(২ক) ১২৩ নম্বর অনুচ্ছেদের (৩) নম্বর দফার অধীন অনুষ্ঠিত সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে ছাপা হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ করবেন। তাদের ওই শপথ পাঠ পরিচালনা করবেন এই সংবিধানের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ওই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো ব্যক্তির। তবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা তার মনোনীত ব্যক্তি কোনো কারণে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে বা না করতে পারলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে ঐ শপথ পাঠ পরিচালন করবেন। সেক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনারই এই সংবিধানের অধীন যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে গণ্য হবেন।

(৩) এই সংবিধান অনুসারে যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির পক্ষে দায়িত্বভার গ্রহণের আগে শপথগ্রহণ আবশ্যক সেক্ষেত্রে শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

প্রচলিত আইনের হেফাজত

১৪৯। এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সব প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। তবে সেসব আইন এই সংবিধানের অধীনে প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত করা যাবে।

ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধান

১৫০। (১) এই সংবিধানের অন্য কোনো বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তনকালে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী হিসেবে কার্যকর থাকবে।

(২) ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখ থেকে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তন হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রেসকোর্স ময়দানে দেয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ, ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও দলিল, যা উক্ত সময়কালের জন্য ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী বলে গণ্য হবে।

রহিতকরণ

১৫১। রাষ্ট্রপতির নিম্নলিখিত আদেশগুলো এই সংবিধান প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে রহিত ঘোষণা করা হলো—

(ক) আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ
(১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে প্রণীত);

(খ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ;

(গ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট আদেশ
(১৯৭২ সালের পি.ও. (প্রেসিডেন্ট অর্ডার বা রাষ্ট্রপতির আদেশ) নং ৫);

(ঘ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আদেশ
(১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১৫);

(ঙ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ
(১৯৭২ সালের পি.ও.নং ২২);

(চ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আদেশ
(১৯৭২ সালের পি.ও.নং ২৫);

(ছ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনসমূহ আদেশ
(১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৩৪);

(জ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সরকারি কর্ম সম্পাদন) আদেশ
(১৯৭২ সালের পি.ও.নং ৫৮)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : *পি.ও. অর্থাৎ Presidential Order (P.O).*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংবিধানে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা

১৫২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরকম না হলে এই সংবিধানে ব্যবহৃত—

অধিবেশন
অধিবেশন অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের পর বা একবার স্থগিত বা ভেঙে যাওয়ার পর সংসদ যখন প্রথম মিলিত হয়, তখন থেকে সংসদ স্থগিত হওয়া বা ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত বৈঠকগুলো;

অনুচ্ছেদ
অনুচ্ছেদ অর্থ এই সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ;

অবসর ভাতা
অবসর ভাতা অর্থ আংশিকভাবে প্রদেয় হোক বা না হোক, যে-কোনো অবসর ভাতা যা কোনো ব্যক্তিকে দেয়া হয়। এবং কোনো ভবিষ্যৎ তহবিলের চাঁদা বা এর সঙ্গে সংযোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে দেয়া হয় এমন অবসরকালীন বেতন বা আনুতোষিক এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

অর্থবছর
অর্থবছর অর্থ জুলাই মাসের প্রথম দিনে যে বছরের আরম্ভ;

আইন
আইন অর্থ কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে-কোনো প্রথা বা রীতি;

আদালত
আদালত অর্থ সুপ্রীম কোর্টসহ যে-কোনো আদালত;

আপিল বিভাগ
আপিল বিভাগ অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ;

উপ-দফা
উপ-দফা অর্থ যে দফায় শব্দটি ব্যবহৃত, সেই দফার একটি উপ-দফা;

ঋণগ্রহণ
ঋণগ্রহণ বলতে বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থসংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত হবে; এবং ঋণ বলতে এরকম অর্থ বুঝাবে;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করারোপ

করারোপ বলতে সাধারণ, স্থানীয় বা বিশেষ যে-কোনো কর, খাজনা, শুল্ক বা বিশেষ করের আরোপ অন্তর্ভুক্ত হবে; এবং 'কর' বলতে সেরকম অর্থ বুঝাবে;

গ্যারান্টি

গ্যারান্টি বলতে কোনো উদ্যোগের মুনাফা নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম হলে এজন্য অর্থ দেয়ার বাধ্যবাধকতা—যা এই সংবিধান প্রবর্তনের আগে গৃহীত হয়েছে সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত বুঝাবে।

জেলা বিচারক

জেলা বিচারক বলতে অতিরিক্ত জেলা বিচারক অন্তর্ভুক্ত হবেন;

তফসিল

তফসিল অর্থ এই সংবিধানের কোনো তফসিল;

দফা

দফা অর্থ যে অনুচ্ছেদে শব্দটি ব্যবহৃত, সেই অনুচ্ছেদের একটি দফা;

দেনা

দেনা বলতে বার্ষিক কিস্তি হিসাবে মূলধন পরিশোধের জন্য যে-কোনো বাধ্যবাধকতাজনিত দায় এবং যে-কোনো গ্যারান্টিযুক্ত দায় অন্তর্ভুক্ত হবে; এবং 'দেনার দায়' বলতে অনুরূপ অর্থ বুঝাবে;

নাগরিক

নাগরিক অর্থ নাগরিকত্ব সম্পর্কিত আইনানুযায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক;

প্রচলিত আইন

প্রচলিত আইন অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বা এর অংশবিশেষে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, এমন যে-কোনো আইন;

প্রজাতন্ত্র

প্রজাতন্ত্র অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ;

প্রজাতন্ত্রের কর্ম

প্রজাতন্ত্রের কর্ম অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত যে-কোনো কর্ম, চাকরি বা পদ এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলে ঘোষিত হতে পারে, এরকম অন্য কোনো কর্ম;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রধান নির্বাচন কমিশনার
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অর্থ এই সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

প্রধান বিচারপতি
প্রধান বিচারপতি অর্থ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি;

প্রশাসনিক একাংশ
প্রশাসনিক একাংশ অর্থ জেলা কিংবা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইনের দ্বারা ঘোষিত অন্য কোনো এলাকা;

বিচারক
বিচারক অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিভাগের কোনো বিচারক;

বিচার কর্মবিভাগ
বিচার কর্মবিভাগ অর্থ জেলা বিচারক পদের অনূর্ধ্ব কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কর্মবিভাগ;

বৈঠক (সংসদ-প্রসঙ্গে)
বৈঠক (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ মুলতবি না করে সংসদ যতক্ষণ ধারাবাহিকভাবে বৈঠকরত থাকেন, সে-রকম মেয়াদ;

ভাগ
ভাগ অর্থ এই সংবিধানের কোনো ভাগ;

রাজধানী
রাজধানী অর্থ এই সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদে রাজধানী বলতে যে অর্থ করা হয়েছে;

রাজনৈতিক দল
রাজনৈতিক দল বলতে এমন একটি অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত, যে অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের ভেতরে বা বাইরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোনো নামে কাজ করেন এবং কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসঙ্ঘ থেকে পৃথক কোনো অধিসঙ্ঘ হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করেন;

রাষ্ট্র
রাষ্ট্র বলতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাষ্ট্রপতি
রাষ্ট্রপতি অর্থ এই সংবিধানের অধীন নির্বাচিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা সাময়িকভাবে উক্ত পদে কর্মরত কোনো ব্যক্তি;

শৃঙ্খলাবাহিনী
শৃঙ্খলা বাহিনী অর্থ
(ক) স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনী;
(খ) পুলিশ বাহিনী;
(গ) আইনের দ্বারা এই সংজ্ঞার অর্থের অন্তর্গত বলে ঘোষিত যে-কোনো শৃঙ্খলা বাহিনী;

শৃঙ্খলামূলক আইন
শৃঙ্খলামূলক আইন অর্থ শৃঙ্খলা বাহিনীর শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কোনো আইন;

সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ
সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ অর্থ যে-কোনো কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যার কার্যাবলী বা প্রধান কাজ কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন চুক্তিপত্র দ্বারা অর্পিত হয়;

সংসদ
সংসদ অর্থ এই সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সংসদ;

সম্পত্তি
সম্পত্তি বলতে সব স্থাবর ও অস্থাবর, বস্তুগত ও নির্বস্তুগত সকল প্রকার সম্পত্তি, বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগ এবং অনুরূপ সম্পত্তি বা উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-কোনো স্বত্ব বা অংশ অন্তর্ভুক্ত হবে,

সরকারি কর্মচারী
সরকারি কর্মচারী অর্থ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বেতনাদিভুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কোনো ব্যক্তি;

সরকারি বিজ্ঞপ্তি
সরকারি বিজ্ঞপ্তি অর্থ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত কোনো বিজ্ঞপ্তি;

সিকিউরিটি
সিকিউরিটি বলতে স্টক অন্তর্ভুক্ত হবে;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুপ্রীম কোর্ট
সুপ্রীম কোর্ট অর্থ এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ দ্বারা গঠিত বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট;

স্পিকার
স্পিকার অর্থ এই সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পিকারের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি;

হাইকোর্ট বিভাগ
হাইকোর্ট বিভাগ অর্থ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

১৫২। (২) ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেস্ অ্যাক্ট—

(ক) সংসদের কোনো আইনের ক্ষেত্রে যেরকম প্রযোজ্য, এই সংবিধানের ক্ষেত্রেও সেরকম প্রযোজ্য হবে;

(খ) সংসদের কোনো আইনের দ্বারা রহিত কোনো আইনের ক্ষেত্রে যে-রকম প্রযোজ্য, এই সংবিধানের দ্বারা রহিত কিংবা এই সংবিধানের কারণে বাতিল বা কার্যকরতালুপ্ত কোনো আইনের ক্ষেত্রে সে-রকম প্রযোজ্য হবে।

সংবিধান প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

১৫৩। (১) এই সংবিধানকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' বলে উল্লেখ করা হবে। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখ এটি বলবৎ হবে, যাকে এই সংবিধানে 'সংবিধান প্রবর্তন' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকবে। ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠও থাকবে এবং এই দুটি পাঠ নির্ভরযোগ্য মর্মে গণপরিষদের স্পিকার সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফা অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোনো পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলে গণ্য হবে।

তবে শর্ত হলো, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তফসিল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথম তফসিল

[৪৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রণীত]

অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন

[সংবিধানসহ অন্যান্য আইনের বিধানে যাই থাকুক না কেন, নিম্নোক্ত আইনগুলোর অধীনে গৃহীত ও সম্পাদিত কর্মকাণ্ড চালু থাকবে। অর্থাৎ এই আইনগুলো অনুসারে গৃহীত কোনো কর্মকাণ্ডকে অবৈধ ঘোষণা করা যাবে না। সময় এবং তারিখ বিবেচনা করলে দেখা যাবে নিচে বর্ণিত সবগুলো আইন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের আগে জারি করা হয়েছে। কিছু টেকনিক্যাল কারণে সংবিধান চালু হওয়ার আগের কয়েকটি আইনকে কার্যকর ঘোষণা দিয়ে চালু রাখতে হয়। কেননা, সংবিধান চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি দেশের সকল সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য ও প্রয়োজনীয় আইনগুলো প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না। সেজন্য বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে, কিছু কিছু জনগুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে গৃহীত ও গৃহীতব্য কাজকর্ম যাতে বন্ধ না থাকে সেজন্য সংবিধানের আওতায় কিছু আইনকে কার্যকর ঘোষণা করা হয়। এটাই হলো প্রথম তফসিলের ব্যাখ্যা।—আরিফ খান।]

১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সালের আইন নং ২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বগ্রহণ) আদেশ (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং ১)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (কর্মবিভাগসমূহ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১০)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (উদ্বাস্তু সম্পত্তি পুনরুদ্ধার) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও.নং ১৩)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী (অবসরগ্রহণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১৪)

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৬)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্পোদ্যোগ (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জলযান কর্পোরেশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সম্পত্তি ও পরিসম্পদ ন্যস্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বীমা (জরুরী বিধানাবলী) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৩০)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সরবরাহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৪৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ তফসিলভুক্ত অপরাধ (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫০)।

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি সংগঠনসমূহ (কর্মচারীদের বেতন-নিয়ন্ত্রণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫৪)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পাট রপ্তানী সংস্থা আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন পর্ষদসমূহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (সার্ভিসেজ্ স্ক্রীনিং) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৬৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার হাট ও বাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৭৩)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার ও আংশিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (কর্মচারীদের বেতন-নিয়ন্ত্রণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৭৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বীমা (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯৫)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ভূমি জিরাত (সীমাবদ্ধকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বিমান আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৮)

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৯)।

এবং রাষ্ট্রপতির আদেশসহ প্রচলিত আইনের দ্বারা করা হয়েছে এমন উপর্যুক্ত আইন ও আদেশগুলোয় আনীত সব সংশোধনী।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্বিতীয় তফসিল
রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন

সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন)-এর ৩০ ধারাবলে মূল সংবিধানের এই দ্বিতীয় তফসিলটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে, এটি এখন আর সংবিধানে নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তৃতীয় তফসিল
শপথ ও ঘোষণা

[১৪৮ অনুচ্ছেদের দাবি অনুযায়ী এই ৩য় তফসিলটি প্রণয়ন করা হয়েছে। রাষ্ট্রে সাংবিধানিক পদে দায়িত্বপালনকারী বিভিন্ন ব্যক্তি যেসব শপথ ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন শুরু করেন সেগুলোই এই তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত হয়েছে। শপথগুলোর ভাষার সঙ্গে এর গাম্ভীর্য ও অর্থবাঞ্জয়তার সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এগুলো সাধুরূপেই এখানে পরিবেশন করা হলো। তাছাড়া, শপথগুলোর ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও ছন্দময়, ফলে অনায়াসে বোধগম্য।—আরিফ খান]

১। রাষ্ট্রপতির শপথ

স্পীকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হবে :

"আমি,....., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

২। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর শপথ

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হবে :

(ক) পদের শপথ (বা ঘোষণা)

"আমি, ..., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী)-পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

(খ) গোপনতার শপথ (বা ঘোষণা)

"আমি ....., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, সরকারের প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী)-রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব, তা প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী)-রূপে যথাযথভাবে আমার কর্তব্য পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৩। স্পীকারের শপথ

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হবে :

"আমি, ..., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সংসদের স্পীকারের কর্তব্য (এবং কখনও আহূত হইলে রাষ্ট্রপতির কর্তব্য) বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৪। ডেপুটি স্পীকারের শপথ

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হবে :

"আমি, ..., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সংসদের ডেপুটি স্পীকারের কর্তব্য (এবং কখনও আহূত হইলে স্পীকারের কর্তব্য) বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৫। সংসদ-সদস্যদের শপথ

স্পীকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হবে :

"আমি, ..., সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে,

আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তা আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

এবং সংসদ-সদস্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হতে দিব না।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৬। বিচারপতি বা বিচারকদের শপথ

প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের কোন বিচারকের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হবে :

"আমি, ..., প্রধান বিচারপতি (বা ক্ষেত্রমত সুপ্রীম কোর্টের আপীল/হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক) নিযুক্ত হয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৭। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনারদের শপথ

প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হবে :

"আমি, ..., প্রধান নির্বাচন কমিশনার (বা ক্ষেত্রমত নির্বাচন কমিশনার) নিযুক্ত হয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃতিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বর্থের দ্বারা প্রভাবিত হতে দিব না।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৮। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের শপথ

প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হবে :

"আমি, ..., মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি করছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হতে দিব না।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৯। সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যদের শপথ

প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হবে :

"আমি, ..., সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি (বা ক্ষেত্রমত সদস্য) নিযুক্ত হয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে , আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃতিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমার কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হতে দিব না।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চতুর্থ তফসিল

১৫০(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রণীত

ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

গণপরিষদ ভঙ্গকরণ

Dissolution of Constituent Assembly

১। প্রজাতন্ত্রের জন্য সংবিধান রচনার যে দায়িত্বভার এই গণপরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল, তা পালিত হওয়ায় এই সংবিধান চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হবে।

প্রথম নির্বাচন

First elections

২। (১) এই সংবিধান চালু হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনের জন্য ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ভোটার-তালিকা আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১০৪)-এর অধীন প্রস্তুত ভোটার তালিকা এই সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রস্তুত ভোটার তালিকা বলে গণ্য হবে।

(২) সংসদ সদস্যদের প্রথম নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সালে প্রকাশিত ও আগের প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে চিহ্নিত নির্বাচনী এলাকাগুলোর সীমানা এই সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের অধীন চিহ্নিত সীমানা বলে গণ্য হবে। নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে যে-কোনো নির্বাচনী এলাকার নাম কিংবা এর অন্তর্ভুক্ত মহকুমা বা থানার নাম পরিবর্তন করে সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এ জাতীয় নির্বাচনী এলাকাগুলোর তালিকা প্রকাশ করবেন:

তবে শর্ত হলো, এই সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত মহিলা সদস্যদের আসন সম্পর্কিত বিধান কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়ন করা যাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ধারাবাহিকতা-রক্ষা ও অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাবলী

Provision for maintaining continuity and interim arrangements

৩। (১) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে এই সংবিধান চালু হওয়ার তারিখের মধ্যে প্রণীত বা প্রণীত বলো বিবেচিত সকল আইন,

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা

যে-কোনো আইন থেকে আহরিত বা আহরিত বলে বিবেচিত কর্তৃত্বের অধীন এ সময়ে চর্চিত সব ক্ষমতা বা কৃত সব কাজ এই সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হলো। ওইসব কর্মকাণ্ড আইনানুযায়ী যথার্থভাবে করা হয়েছে বলে ঘোষিত হলো।

(২) এই সংবিধান চালু হওয়ার দিন থেকে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ বাতিল হয়ে যাবে। তবে এই সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের পর সংসদ যেদিন প্রথমবার মিলিত হবে, সেদিন পর্যন্ত এই সংবিধান চালু হওয়ার তারিখের ঠিক আগে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নগত ও নির্বাহী ক্ষমতা (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতির আদেশের দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষমতাসহ) যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে সেভাবেই প্রয়োগ হতে থাকবে।

(৩) এই সংবিধানের যে বিধান সংসদের উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, উক্ত পদ্ধতিতে সংসদ প্রথমবার মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সেই বিধান রাষ্ট্রপতিকে আদেশের দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে বলে বিবেচিত হবে। এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত কোনো আদেশ এভাবে কার্যকর হবে যে, যেন সংসদে যথাযথভাবে পাস হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি

President

৪। (১) এই সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের অধীন রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত কোনো ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে যিনি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি উক্ত পদে বহাল থাকবেন। ধরে নেয়া হবে যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

তবে শর্ত হলো, বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীনে এই পদে দায়িত্ব পালন এই সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে দায়িত্ব পালন বলে গণ্য হবেন।

(২) এই সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যাঁরা গণপরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার পদে ছিলেন, সংসদ গঠিত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজ নিজ পদে বহাল আছেন বলে গণ্য হবে।

প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী
Prime Minister and other Ministers

৫। এই সংবিধানের অধীন প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের অধীন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং তিনি দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে যিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে ছিলেন, তিনি উক্ত পদে বহাল থাকবেন। উক্ত তারিখের ঠিক আগে যারা মন্ত্রী পদে দায়িত্বরত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশ না দিলে তাঁরা সেই সকল পদে বহাল থাকবেন। ধরে নেয়া হবে যেন এই সংবিধানের অধীন তাঁরা নিজ নিজ পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তবে এই সংবিধানের ৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগের বেলায় কোনো বাধা হিসেবে কাজ করবে না।

বিচার বিভাগ
Judiciary

৬। (১) ১৯৭২ সালের অস্থায়ী সংবিধান আদেশের দ্বারা গঠিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে যিনি এবং অন্যান্য বিচারক পদে যাঁরা এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে দায়িত্বপালনরত ছিলেন, তাঁরা ওই তারিখ থেকে নিজ নিজ পদে বহাল থাকবেন। ধরে নেয়া হবে যেন তাঁরা এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন প্রধান বিচারপতি বা বিচারক পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

(২) এই সংবিধান চালু হওয়ার সময় যাঁরা এই অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে বিচারক পদে (প্রধান বিচারপতি ছাড়া) দায়িত্বরত আছেন, তাঁরা হাইকোর্ট বিভাগে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। এবং এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী আপীল বিভাগে নিয়োগদান করা হবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (৪) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইনগত কার্যধারা ছাড়া এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে হাইকোর্টের যে সকল মামলা ও আইনি কর্মকাণ্ড মীমাংসাধীন ছিল, সেগুলো হাইকোর্ট বিভাগে স্থানান্তরিত হবে। সেগুলো হাইকোর্ট বিভাগে মীমাংসাধীন বলে গণ্য হবে। এবং এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে প্রদত্ত হাইকোর্টের কোনো রায় বা আদেশ হাইকোর্ট বিভাগের দ্বারা প্রদত্ত বা কৃত রায় বা আদেশের ক্ষমতা ও কার্যকারিতা লাভ করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(৪) যেসব মামলা ও আইনি কাজকর্ম এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে হাইকোর্টের আপীল বিভাগে মীমাংসাধীন ছিল, এই সংবিধান চালু হওয়ার পর ওইসব মামলা বা কাজকর্ম নিষ্পত্তির জন্য আপীল বিভাগে স্থানান্তরিত হবে। এই সংবিধান-চালু হওয়ার আগে হাইকোর্টের আপীল বিভাগের কোনো রায় বা আদেশ এমনভাবে প্রযোজ্য হবে যেন তা আপীল বিভাগ দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে।

(৫) (ক) এই সংবিধানের বিধানাবলী এবং অন্য কোনো আইন সাপেক্ষে মামলা বিষয়ে যেসব ক্ষমতা বা এখতিয়ার (আদি, আপিল ও অন্যান্য এখতিয়ার) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ দ্বারা গঠিত হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত ও প্রয়োগযোগ্য করা হয়েছিল (হাইকোর্টের আপিল বিভাগের উপর ন্যস্ত এখতিয়ার ছাড়া), এই সংবিধান চালু হওয়ার পর সেসব এখতিয়ার বা ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত ও উক্ত বিভাগ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হবে।

(খ) এই সংবিধানের বিধানাবলী এবং অন্য কোনো আইন সাপেক্ষে এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে এখতিয়ার ও ক্ষমতা প্রয়োগের সব দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্ব আদালত ও ট্রাইব্যুনাল এই সংবিধান প্রবর্তন থেকে নিজ নিজ এখতিয়ার ও কার্যক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকবে। যাঁরা এ জাতীয় আদালত ও ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা নিজ নিজ পদে বহাল থাকবেন

(৬) এই সংবিধানের বিধানাবলী এবং অন্য কোনো আইন-সাপেক্ষে নিম্ন আদালত সম্পর্কিত এই সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের বিধানাবলী যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়িত করা হবে। এবং তা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াদি এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো, আইনের দ্বারা প্রণীত যে-কোনো বিধান-সাপেক্ষে তা সেভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে।

(৭) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই কার্যধারা বাতিল হওয়া সম্পর্কে কোনো প্রচলিত আইনের কার্যকরতাকে প্রভাবিত করবে না।

আপিলের অধিকার

Interim rights of appeal

৭। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় কার্যরত কোনো হাইকোর্ট (১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট সংশোধনী আদেশের (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯১) অধীন গঠিত আপিল বিভাগ ছাড়া) কর্তৃক ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিন থেকে প্রদত্ত, কৃত বা ঘোষিত যে-কোনো রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডের বিরুদ্ধে সময়োত্তীর্ণ সংক্রান্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যে কোনো বাধা সত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করা যাবে।

তবে শর্ত হলো, এই সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদ হাইকোর্ট বিভাগ থেকে আপিল বিভাগে কোনো মামলায় আপিল করার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য হয়, উপর্যুক্ত যে-কোনো আপিলের ক্ষেত্রে তা সেভাবে প্রযোজ্য হবে;

তবে আরো শর্ত হলো, এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখ থেকে নব্বই দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এ-রকম কোনো আপিল করা যাইবে না।

নির্বাচন কমিশন

Election Commission

৮। (১) এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে কর্মরত নির্বাচন কমিশন উক্ত তারিখ থেকে এই সংবিধানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন বলে গণ্য হবে।

(২) এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে যিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উক্ত তারিখ থেকে তিনি নিজ পদে বহাল থাকবেন, যেন তিনি এই সংবিধানের অধীনে এই পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে যাঁরা নির্বাচন কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উক্ত তারিখ থেকে তাঁরা নিজ নিজ পদে বহাল থাকবেন, যেন তাঁরা এই সংবিধানের অধীনে এই পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

সরকারি কর্ম কমিশন

Public service commission

৯। (১) এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে কর্মরত সরকারি কর্ম কমিশনগুলো উক্ত তারিখ থেকে এই সংবিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সরকারি কর্ম কমিশন বলে গণ্য হবে।

(২) এই সংবিধান চালু হওয়ার তারিখের ঠিক আগে যিনি কোনো সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোনো সদস্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ওই তারিখ থেকে তিনি নিজ পদে বহাল থাকবেন। যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন এই পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

সরকারি কর্ম

Public service

১০। (১) এই সংবিধান ও যে-কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(ক) এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তি উক্ত তারিখ থেকে নিজ কর্মে বহাল থাকবেন। এই সংবিধান চালু হওয়ার তারিখের ঠিক আগে তাঁর ক্ষেত্রে কর্মের যে শর্তাবলী প্রযোজ্য ছিল, সেগুলো অপরিবর্তিত থাকবে।

(খ) এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় দায়িত্বপালনরত সকল বিচার বিভাগীয়, নির্বাহী ও মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারী এই সংবিধান চালু হওয়ার সময় থেকে নিজ নিজ দায়িত্বপালন করতে থাকবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই

(ক) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (কর্মবিভাগসমূহ) আদেশের (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯) কিংবা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (সার্ভিসেজ স্ক্রিনিং) আদেশের (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৬৭) অব্যাহত প্রয়োগে বাধাপ্রদান করবে না। অথবা

(খ) এই সংবিধান চালু হওয়ার আগে কোনো সময়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কিংবা এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে বহাল ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী (পারিশ্রমিক, ছুটি, অবসর-ভাতার অধিকার ও শৃঙ্খলামূলক ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত অধিকারসহ) পরিবর্তন বা বাতিল করে আইন প্রণয়ন করা থেকে বিরত করবে না।

পদে বহাল থাকার জন্য শপথ

Oaths for continuance in office

১১। এই সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে যে সব পদের জন্য শপথ বা ঘোষণা পাঠের ফরম নির্ধারিত হয়েছে, সেসব পদে দায়িত্বপালনকারী যে-কোনো ব্যক্তি এই সংবিধান প্রবর্তনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যথাযথ ব্যক্তির সামনে অনুরূপ ফরমে শপথ বা ঘোষণা পাঠ করবেন ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করবেন।

স্থানীয় শাসন

Local Government

১২। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশাসনিক এককাংশে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা আইনের ধারা প্রণীত পরিবর্তন-সাপেক্ষে অব্যাহত থাকবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করারোপ
Taxation

১৩। এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে বাংলাদেশে বলবৎ যে-কোনো আইনের অধীন আরোপিত সকল কর ও ফি অব্যাহত থাকবে। তবে আইনের দ্বারা তার তারতম্য বা তা রহিত করা যাবে।

অন্তর্বর্তী আর্থিক ব্যবস্থাসমূহ
Interim financial arrangements

১৪। সংসদ ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান চালু হওয়ার সময় চলতি অর্থবছরের ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯, ৯০, ও ৯১ অনুচ্ছেদগুলোর বিধানাবলী কার্যকর হবে না। সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব থেকে যে ব্যয় করা হয়েছে, তা বৈধভাবে ব্যয় করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

তবে শর্ত হলো, রাষ্ট্রপতি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণীকৃত এরকম সকল ব্যয়ের একটি বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

অতীত হিসাবের নিরীক্ষা
Audit of past accounts

১৫। এই সংবিধান চালু হওয়ার সময় চলতি অর্থবছর ও তার আগের বছরগুলোর হিসাব সম্পর্কে এই সংবিধানের অধীন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা প্রয়োগযোগ্য হবে। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এ জাতীয় হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির কাছে যে রিপোর্ট পেশ করবেন, রাষ্ট্রপতি তা সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

সরকারের সম্পত্তি, পরিসম্পৎ, স্বত্ব, দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা
Property, assets, rights, liabilities and obligations of:he Government

১৬। (১) এই সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে যে সকল সম্পত্তি, সম্পদ বা স্বত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কিংবা উক্ত সরকারের পক্ষে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল, তা প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হবে।

(২) এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের সরকারের যে সকল দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা ছিল, তা প্রজাতন্ত্রের দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা হিসেবে অব্যাহত থাকবে।

(৩) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় কখনও কার্যরত কোনো সরকারের কোনো দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা প্রজাতন্ত্রের সরকার স্পষ্টরূপে গ্রহণ না করলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তা প্রজাতন্ত্রের দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা নয় বা বাধ্যগত হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

আইনের উপযোগীকরণ ও অসুবিধা দূরীকরণ

Adaptation of laws and removal of difficulties

১৭। (১) বাংলাদেশে বলবৎ যে-কোনো আইনের বিধানকে সংবিধানের বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এই সংবিধান চালু হওয়ার দুই বছরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সংশোধনী বা রহিতকরণের মাধ্যমে অনুরূপ বিধানাবলীর প্রয়োগ সংশোধন বা রহিত করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, এভাবে প্রণীত যে-কোনো আদেশ ভূতাপেক্ষ তারিখ থেকে কার্যকর হতে পারবে।

(২) এই সংবিধান চালু হওয়ার আগে প্রচলিত অস্থায়ী সাংবিধানিক ব্যবস্থা থেকে এই সংবিধানের বিধানাবলীতে উত্তরণের জন্য উদ্ভূত যে-কোনো অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতির আদেশে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য তাঁর বিবেচনায় যেরকম আবশ্যক বা সমীচীন হবে, সেরকম পরিবর্তন, সংযোজন বা পরিবর্জনের মাধ্যমে গৃহীত উপযোগীকরণ-সাপেক্ষে এই সংবিধান কার্যকর হবে।

তবে শর্ত হলো, এই সংবিধানের অধীন গঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকের পর এ-রকম কোনো আদেশ জারি করা হবে না।

(৩) এই সংবিধানের অন্য কোনো বিধান সত্ত্বেও এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রত্যেকটি আদেশ সংসদে উত্থাপন করা হবে এবং সংসদের আইন দ্বারা তা সংশোধিত বা রহিত হতে পারবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পঞ্চম তফসিল

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

৭ই মার্চের ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণ

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এ দেশের মানুষ অর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকারে ছিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব—এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হলো, দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে–তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু–আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসব? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,
২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে—শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়- তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনো তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়া নেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ষষ্ঠ তফসিল

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

স্বাধীনতার ঘোষণা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা (অনূদিত)

ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছো, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।

শেখ মুজিবুর রহমান
২৬ মার্চ ১৯৭১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সপ্তম তফসিল

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত)

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহূত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এই রূপ বিশ্বাসঘাতকামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু এটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণার্থে,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সব সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সব নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁর বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপণ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতবীকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও
তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংবিধান নির্ঘণ্ট

দ্রুততম সময়ে সংবিধানের যে-কোনো অনুচ্ছেদ খুঁজে বের করার উপায়

বর্ণানুক্রম

এই নির্ঘণ্টে অনুসৃত বর্ণানুক্রম অনুস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দুকে স্বরবর্ণ থেকে স্বতন্ত্র এবং ব্যঞ্জনবর্ণের ঠিক পূর্বে বিন্যাস করা হয়েছে। ড়, ঢ় এবং য়-কে স্বতন্ত্র বর্ণের মর্যাদা দিয়ে যথাক্রমে ড, ঢ এবং য-এর পরে স্থান দেওয়া হয়েছে। বর্ণানুক্রমে হস্‌যুক্ত ব্যঞ্জন সাধারণত স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনের পরে এবং যুক্তবর্ণের অব্যবহিত পূর্বে বিন্যাস করা হয়ে থাকে। সে যুক্তিতে ৎ-এর (ত্ = ৎ) অবস্থান হওয়া উচিত স্বরযুক্ত ত-এর পরে এবং ত-এর যুক্তবর্ণ আরম্ভ হবার অব্যবহিত পূর্বে। বর্তমান নির্ঘণ্টে বাংলা একাডেমির রীতি অনুসরণপূর্বক ৎ-কে স্বতন্ত্র বর্ণের মর্যাদা দিয়ে ত এবং ত-এর যুক্তবর্ণের পরে বিন্যাস করা হয়েছে। এই নীতি অনুসরণ করে অভিধানে অন্তর্ভুক্ত শব্দ নিম্নে প্রদত্ত বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে[১] :

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ
ং ঃ ঁ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ ত ৎ থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ

অনুচ্ছেদ শিরোনাম	ভাগ/অনুচ্ছেদ নম্বর
অ	
অর্থবিল	৮১
অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর অনুচ্ছেদ	১১০
অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা	৯৩
অধস্তন আদালতসমূহ-প্রতিষ্ঠা	১১৪
অধস্তন আদালতে নিয়োগ	১১৫
অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা	১১৬
অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা	৯৯
অস্থায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক	১৩০

[১]উৎস : *বাংলা একাডেমি বাংলা-বানান অভিধান* [পকেট সাইজ], জামিল চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুচ্ছেদ শিরোনাম	ভাগ/অনুচ্ছেদ নম্বর
অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম	২০
অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি-পদে স্পীকার	৫৪
অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা	১৭
অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ	৫৮
অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি-নিয়োগ	৯৭
অসামরিক সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি	১৩৫
অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ	৫৩
অ্যাটর্নি জেনারেল	৬৪
আ	
আইনসভা	**পঞ্চম ভাগ**
আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার	৩১
আইনের দৃষ্টিতে সমতা	২৭
আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি	৮০
আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ	৮২
আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন	২৫
আন্তর্জাতিক চুক্তি	১৪৫ক
আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ	১০৯
আপীল বিভাগের এখতিয়ার	১০৩
আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা	১০৫
আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারি ও নির্বাহ	১০৪
উ	
উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি	২৩ক
ক	
কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতা	১০২
কতিপয় আইনের হেফাজত	৪৭
কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি	১৪৭
কমিশনের দায়িত্ব	১৪০
কমিশন প্রতিষ্ঠা	১৩৭
কর্মের মেয়াদ	১৩৪
কর্মবিভাগ পুনর্গঠন	১৩৬
কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম প্রভৃতি	৭৫
'কোর্ট অব রেকর্ড' রূপে সুপ্রীম কোর্ট	১০৮
কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি	১৪
ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী	১৫০
ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার	৪৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুচ্ছেদ শিরোনাম	ভাগ/অনুচ্ছেদ নম্বর
গ	
গণতন্ত্র ও মানবাধিকার	১১
গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব	১৬
গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ	৩৩
গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ	৪৩
চ	
চলাফেরার স্বাধীনতা	৩৬
চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা	৩৯
চুক্তি ও দলিল	১৪৫
জ	
জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা	১৮
জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ	৩৪
জরুরি অবস্থা ঘোষণা	১৪১ক
জরুরি বিধানাবলী	***নবম-ক ভাগ***
জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের ...	১৪১খ
জরুরি অবস্থাসমূহের মৌলিক...	১৪১গ
জাতির পিতার প্রতিকৃতি	৪ক
জাতীয় সংস্কৃতি	২৩
জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক	৪
জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি	২৪
জাতীয়তাবাদ	৯
জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ	৩২
দ	
দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা	৪৬
দ্বৈত সদস্যতায় বাধা	৭১
ধ	
ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা	১২
ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য	২৮
ধর্মীয় স্বাধীনতা	১
ন	
নাগরিকত্ব	৬
নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য	২১
নির্দিষ্টকরণ আইন	৯০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুচ্ছেদ শিরোনাম	ভাগ/অনুচ্ছেদ নম্বর
নির্বাচন	*সপ্তম ভাগ*
নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়	১২৩
নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনী বৈধতা	১২৫
নির্বাহী বিভাগ	*৪র্থ ভাগ*
নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ	২২
নির্বাচন কমিশন-প্রতিষ্ঠা	১১৮
নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ	১২০
নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব	১২০
নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান	১২৬
নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান-প্রণয়নের ক্ষমতা	১২৪
নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী, নির্বাচন কমিশনে	১৩৩
ন্যায়পাল	৭৭
ব	
বাংলাদেশের কর্মবিভাগ	*নবম ভাগ*
বাংলাদেশের নামে মামলা	১৪৬
বার্ষিক রিপোর্ট	১৪১
বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি	৮৭
বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি	৮৯
বিচার বিভাগ	*ষষ্ঠ ভাগ*
বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ	৩৫
বিচারক নিয়োগ	৯৫
বিচারকপদের মেয়াদ	৯৬
বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন	১১৬ক
বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ	৩০
বিবিধ	*একাদশ ভাগ*
ব্যাখ্যা	১৫২
প	
পদের মেয়াদ	১৩৯
পদের শপথ	১৪৮
পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য উন্নয়ন	১৮ক
পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা	৪০
প্রচলিত আইনের হেফাজত	১৪৯
প্রজাতন্ত্র	১
প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা	২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুচ্ছেদ শিরোনাম	ভাগ/অনুচ্ছেদ নম্বর
প্রজাতন্ত্রের হিসাব-রক্ষার আকার ও পদ্ধতি	১৩১
প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি	১৪৩
প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে প্রদেয় অর্থ	৮৬
প্রতি এলাকার জন্য একটি মাত্র ভোটার-তালিকা	১২১
প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি	৬২
প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ	৫৭
প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ	১৫৩
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ	১১৭
ভ	
ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা	১২২
ম	
মন্ত্রীগণ	৫৬
মন্ত্রিসভা	৫৫
মালিকানার নীতি	১৩
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	***অষ্টম ভাগ***
মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ	১২৯
মহা হিসাব-নিরীক্ষকের দায়িত্ব	১২৮
মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা	১২৭
মূলনীতিসমূহ	৮
মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল	২৬
মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা	১৫
মৌলিক অধিকার	***তৃতীয় ভাগ***
মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ	৪৪
য	
যুদ্ধ	৬৩
র	
রহিতকরণ	১৫১
রাজধানী	৫
রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য	৭০
রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি	***দ্বিতীয় ভাগ***
রাষ্ট্রপতি	৪৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুচ্ছেদ শিরোনাম	ভাগ/অনুচ্ছেদ নম্বর
রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ	৫০
রাষ্ট্রপতির অভিশংসন	৫২
রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি	৫১
রাষ্ট্রধর্ম	২ক
রাষ্ট্রভাষা	৩
স	
সংগঠনের স্বাধীনতা	৩৮
সংবিধান সংশোধন	***দশম ভাগ***
সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা	৪৭ক
সংবিধানের প্রাধান্য	৭
সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ	৭ক
সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য	৭খ
সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা	১৪২
সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	৬৬
সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি	৬৮
সংসদের অধিবেশন	৬২
সংসদ প্রতিষ্ঠা	৬৫
সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি	৭৮
সংসদ সচিবালয়	৭৯
সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার	৭৩ক
সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা	৮৩
সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী	৭৩
সংসদে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন	১৩২
সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ	৭৬
সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব	৮৪
সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	৮৮
সদস্য নিয়োগ	১৩৮
সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া	৬৭
সর্বাধিনায়কতা	৬১
সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি	১০
সমাবেশের স্বাধীনতা	৩৭
সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি	৯১
সম্পত্তির অধিকার	৪২
সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি প্রসঙ্গে নির্বাহী ...	১৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুচ্ছেদ শিরোনাম	ভাগ/অনুচ্ছেদ নম্বর
সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ	৮৫
সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা	২৯
সুযোগের সমতা	১৯
স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার	৭৪
সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা	৯৪
সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার	১০৬
সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন ক্ষমতা	১০৭
সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা	১১২
সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা	১১১
সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ	১১৩
সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ	৯৮
সুপ্রীম কোর্টের আসন	১০০
স্থানীয় শাসন	৫৯
স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা	৬০

শ

শপথ গ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোটদান করিলে সদস্যদের অর্থদণ্ড	৬৯
শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন	৪৫

হ

হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার	১০১
হিসাব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট	৯২

টীকা

সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল

২০১৪ সালের ষোড়শ সংশোধনীর আগে ৯৬নং অনুচ্ছেদটি ছিল নিম্নরূপ :

৯৬ ॥ বিচারকদের পদের মেয়াদ

[(১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোনো বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ বিধানাবলী অনুযায়ী ব্যতীত কোনো বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(৩) একটি সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল থাকিবে যাহা এই অনুচ্ছেদে 'কাউন্সিল' বলিয়া উল্লেখিত হইবে এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ তাঁহাদের লইয়া গঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোনো সময়ে কাউন্সিলের সদস্য এইরূপ কোনো বিচারকের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন, অথবা কাউন্সিলের কোনো সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোনো কারণে কার্য করিতে অসমর্থ্য হন তাহা হইলে কাউন্সিলের যাহারা সদস্য আছেন তাঁহাদের পরবর্তী যে বিচারক কর্মে প্রবীণ তিনিই অনুরূপ সদস্য হিসাবে কার্য করিবেন।

(৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব হইবে-

(ক) বিচারকগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা; এবং

(খ) কোনো বিচারকের অথবা কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন সেইরূপ পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহার পদ হইতে অপসারণযোগ্য নহেন এইরূপ অন্য কোনো কর্মকর্তার, সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।

(৫) যে ক্ষেত্রে কাউন্সিল অথবা অন্য কোনো সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যে রাষ্ট্রপতির এইরূপ বুঝিবার কারণ থাকে যে কোনো বিচারক–

(ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারেন, অথবা

(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইতে পারেন, সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলকে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিতে ও উহার তদন্ত ফল জ্ঞাপন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(৬) কাউন্সিল তদন্ত করিবার পর রাষ্ট্রপতির নিকট যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে উক্ত বিচারক তাঁহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইয়াছেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা উক্ত বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল স্বীয় কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং পরোয়ানা জারী ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় উহার একই ক্ষমতা থাকিবে।

(৮) কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

KATHAPROKASH

কথাপ্রকাশ

www.kathaprokashbd.com

9 847012 002544

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com